শিক্ষার আলো

একটি দলিত প্রকাশনা

DALIT দলিত 1998

Dalit

সম্পাদনায়

দলিত শিক্ষা প্রকল্প

দলিত প্রদত্ত স্কুলের পোশাক পরিহিত ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ

কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, দলিত

এসএসসি'১৫ এর পাশকৃত শিক্ষার্থীবৃন্দ

দলিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

অতীত বলবে কথা

ধরাদেবী দাস
শিক্ষা কর্মকর্তা, দলিত

দলিত আমরা দলিত
একথা জানি।
হচ্ছি মোরা পদ দলিত
একথাটাও মানি।
দলিত মানে নির্যাতিত বঞ্চিত বটে,
এ নিয়ে মোদের হুঁশ নেই মোটে,
এমনি করে কেটে যায় কত দিন ক্ষণ,
হঠাৎ সেদিন আসল বুঝি শুভ ক্ষণ,
ফাদার রিক্ষার্দোর নেতৃত্বে আর
জেভেরিয়ান ফাদারদের সহযোগীতায়,
সৃষ্টি হল দলিত সংস্থা আর দলিত বিদ্যালয়।
দলিত বিদ্যালয়ে পড়ে মোদের সন্তান,
ফিরে পাবে বুঝি সেই হারান সম্মান।
ধন্য তোমরা ধন্য, পূর্ন তোমাদের জীবন,
হে মহান ফাদার মহোদয়গণ।
তোমরা বেঁচে থাকবে দলিত-এর মাঝে,
দলিত-এর সকল কাজে,
দলিত-এর উন্নয়নের পিছে তাকালে,
তোমাদের দেখতে পাবে।
তোমরা যারা করেছ মোদের বঞ্চিত,
তোমাদের তরে বলি-
ভাই বলে মোদের হাতে হাত রাখ,
সকল হিংসা বিভেদ ভুলি।
নইলে তোমরা পাবেনা কভু পরিত্রান,
তিলে তিলে বিবেক তোমাদের করিবে দংশন,
আমরাও ছাড়বনা মোদের অধিকার,
ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে আনব,
এ হোক মোদের দৃঢ় অঙ্গিকার।

নির্বাহী পরিচালক
দলিত

অস্পৃশ্যতার চোরাবালি থেকে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের দলিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে টেনে তুলতে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হিসেবে দলিত সংস্থা নিরলসভাবে ১৯৯৮ সাল থেকে কাজ করে আসছে। জাত, বর্ণ ও পেশাভিত্তিক সামাজিক পৃথকীকরণের ঘৃণ্য প্রথার প্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক অসাড়তা এবং সেই চক্রের পৌনঃপুনিক অনুশীলন সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে সর্বদা গলা চেপে রেখেছে। উপমহাদেশে দলিত আন্দোলনের অগ্রপথিক ডক্টর বি.আর. আম্বেদকরের মতে সামাজিক মুক্তি নিশ্চিত না হলে যদি আইনগতভাবেও স্বাধীনতা কার্যকর থাকে তবে তা উপভোগ করা যায় না। দলিত সংস্থার উদ্দেশ্য হল আলোচ্য অন্তরায় সমূহকে জয় করতে বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সামর্থ্য যোগানো যেন তারা সমতা ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা উপভোগ করতে পারে এবং বাংলাদেশের অন্যান্য সাধারণ জনগণের মত স্বাভাবিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবন মান বিকাশে দলিত সংস্থা প্রথম থেকেই কিছু মৌলিক মানবাধিকার নিয়ে কাজ করে আসছে যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবিকা ইত্যাদি। তার ভিতরে শিক্ষা কার্যক্রমকে সংস্থার মেরুদন্ড হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে মানসম্মত শিক্ষায় অভিগমন বাড়ানোর মাধ্যমে সামাজিক বঞ্চনা থেকে মুক্ত হয়ে স্বাবলম্বী করাই সংস্থার অন্যতম দর্শন। এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সংস্থাটি সরকারের রূপকল্প ২০২১ এবং জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন (২০১৫-২০৩০) এর রূপরেখাকে আঞ্চলিক পর্যায়ে চিত্রণের চেষ্টা চালিয়ে আসছে। যে উদ্দেশ্যকে মাথায় রেখে সংস্থাটি তার শিক্ষা কার্যক্রমের পুনর্বিন্যাস এবং অধিকতর গ্রহণযোগ্য করেছে। তারই ধারাবাহিকতায় দলিত প্রকাশ করছে "শিক্ষার আলো" নামের একটি স্কুল ম্যাগাজিন। ম্যাগাজিনটিকে আমি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়নে সংস্থার অবদানের ফলাফলের প্রতিফলন হিসেবে বিবেচনা করছি। দলিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কোমলমতি শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল অবদানের পুঞ্জিভূত প্রতিবিম্ব হিসেবে ম্যাগাজিনটির আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। সাধুবাদ জানাই সেই সকল কর্মীদের যারা দিন রাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই প্রকাশনাটি বাস্তব রূপ দিয়েছে। পরবর্তীতে যেন প্রকাশনার ধারাবাহিকতা বজায় থাকে সেজন্য আমি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

দলিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সকল তরুণ/ যুবক ও উদীয়মান সত্ত্বাসমূহকে আহ্বান করছি ... তোমরা দলিত গোষ্ঠীর উন্নয়ণের সাথে দেশ গঠনে অবদান রাখার মত করে নিজেদেরকে গড়ে তোল। আমাদের শুধু একটি জনগোষ্ঠী নয়, দেশের সচেতন নাগরিক হিসেবে নিজেদেরকে ভাবতে হবে। তোমরা তোমাদের দৃষ্টি সীমাকে বড় কর। কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন অর্জনে শুধু স্বপ্ন নয় বরং সেই স্বপ্নকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং স্বপ্ন বাস্তবায়নে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। তোমাদের বলতে চাই দিনবদলের এই যুদ্ধে তোমরা দলিত সংস্থাকে পাশে পাবে।

এই প্রকাশনাটি বাস্তব রূপলাভ করার জন্য আমি সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। ম্যাগাজিনটির সাথে সংযুক্ত সকল কর্মী, পাঠক, শুভাকাঙ্খী ও দিকনির্দেশকসহ সকলের আগামীদিনের মসৃণ পথচলা প্রার্থনা করছি। আশা করছি আপনারা সবাই দলিত সংস্থার পাশে থেকে আমাদের উৎসাহ দিয়ে যাবেন এবং আমাদের স্বপ্ন বাস্তবায়নের সহযাত্রী হবেন।

(স্বপন কুমার দাস)

শিক্ষা কর্মকর্তা
দলিত

দলিত একটি বেসরকারী সেবাধর্মী সংস্থা। দলিত সংস্থা সমাজের অবহেলিত, সুবিধা বঞ্চিত পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা,স্বাস্থ্য, আয়বৃদ্ধি ও ক্ষমতায়নের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড ১৯৯৮ সাল থেকে পরিচালনা করে আসছে। আমার বিশ্বাস একমাত্র শিক্ষার মাধ্যমে কোন ব্যক্তি/ গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক অবস্থা, পারিবারিক পরিবেশ ও সামাজিক মর্যাদার ইতিবাচক পরিবর্তন সম্ভব।

১৯৯৮ সালে শিক্ষা কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে দলিত-এর জন্ম। দলিত শিক্ষা কার্যক্রমকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে দীর্ঘ প্রায় ১৮ বছর ধরে ৬৪টি দলিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এই কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এই কার্যক্রমের প্রথম পদক্ষেপ ছিল দলিত জনগোষ্ঠীর ছেলেমেয়েদের স্কুল মূখীকরন এবং প্রাক-প্রাথমিক ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার ভিত তৈরী করে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করা। ১ম থেকে ১০ম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের সরকারি/বেসরকারি স্কুলের ক্লাসের পড়া (ইংলিশ ও গণিত) তৈরী করতে সাহায্য করা। নাচ, গান, চিত্রাংকন, আবৃতিসহ সাংস্কৃতিক বিষয়ে পারদর্শী করে তোলা।

দলিত-এর প্রথম পদক্ষেপ সফল হলেও শিশু শ্রম ও বাল্যবিবাহের ফলে উচ্চ শিক্ষা গ্রহনের আগেই দলিত ছাত্র ছাত্রীরা ঝরে পড়ত। বিশেষ করে দলিত মেয়ে শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষা ব্যহত হত। এমতাবস্থায়, ২০০৫ সালে মাত্র ১২জন দলিত মেয়ে শিক্ষার্থীকে উচ্চ শিক্ষার জন্য মাসিক ভিত্তিক উপবৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়, যাদের সংখ্যা এখন ৬০০ জন। দলিত সংস্থার সহযোগিতায় অনেক ছাত্রছাত্রী উচ্চ শিক্ষা গ্রহন করে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছে।

যে সকল বন্ধুরা (দাতা সংস্থা) আর্থিক সহযোগিতা দিয়ে দলিত এর এই শিক্ষা কর্মসূচীর সাফল্যকে তরান্বিত করেছেন, তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই।

দলিত-এর শিক্ষা কার্যক্রমকে নথিভুক্ত করা ও ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিভা প্রকাশের জন্য "শিক্ষার আলো" নামে এই ম্যাগাজিনটি প্রকাশ করা হল। যে সকল ছাত্র-ছাত্রী ম্যাগাজিনে তাদের লেখা ও আঁকা ছবি দিয়েছে তাদের জন্য শুভ কামনা রইল।

পরিশেষে দলিত শিক্ষা প্রকল্পের উদ্যোগে "শিক্ষার আলো" প্রকাশ করার জন্য যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাই।

দলিত সংস্থা দক্ষিণবঙ্গের দলিত জনগোষ্ঠীর আদর্শ বন্ধু প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করছে এবং তা অব্যহত রাখবে বলে মনে করি।

(ধরা দেবী দাস)

সূচীপত্র

০৫ দলিত-এর কার্যক্রম
০৭ দলিত-এর শিক্ষা কার্যক্রম
০৮ দলিত কর্ম এলাকা
০৯ শিশু কিশোরদের আঁকা ছবি
১৪ এক তোড়া কবিতা/ ছড়া
২০ কৌতুক/ধাঁ ধাঁ
২১ ছোট গল্প
২২ প্রবন্ধ
২৫ নাটিকা
২৬ তথ্য কণিকা
২৮ দলিত শিক্ষা কার্যক্রমের তথ্য চিত্র
৩৮ দলিত ছাত্র/ছাত্রীদের অদম্য সাফল্যগাথা

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দলিত এর অর্জন

২০০৬ সালে দলিত সংস্থা সারাবিশ্বের ৬০০ টি সংস্থার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পানি ও পয়:নিস্কাশন ব্যবস্থাপনা বিভাগে আর্সেনিক রহিতকরণ কার্যক্রমে সফলতার স্বীকৃতিস্বরুপ BBC World Challenge প্রতিযোগিতায় বিশেষ সম্মাননা অর্জন করে। সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব স্বপন কুমার দাস নেদারল্যান্ডের রাজধানী আমস্টারডাম থেকে সনদপত্রটি গ্রহন করেন।

জুন ২০১৫ সালে দলিত সংস্থা সারাবিশ্বের ১৭৭ টি সংস্থার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জাতীয় পর্যায়ে 'নিরাপদ পানি, পয়:নিস্কাশন ও স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত প্রকল্প' কার্যক্রমে সফলতার স্বীকৃতিস্বরুপ Energy Globe প্রতিযোগিতায় জাতীয় সম্মাননা অর্জন করে। সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব স্বপন কুমার দাস ভারতের নয়াদিল্লীতে অবস্থিত আয়োজক অস্ট্রিয়ান দূতাবাস থেকে সনদপত্রটি গ্রহন করেন। এ বিষয়ে নিচের লিঙ্কটি সহায়তা করতে পারে:

http://www.energyglobe.info/bangladesh2015?cl=en&id=154772/

"একদিন এ পৃথিবী হবে সকল মানুষের জন্য অভিন্ন। পৃথিবী হবে একটা দেশ, মানবজাতি হবে একটি পরিবার; তখন কতই না সুন্দর হবে এই পৃথিবী।"

Dalit An overview

Dalit is a nongovernmental, nonpartisan and nonprofit organization established in 1998 by a group young dalit (Outcaste) people, recognized by the Government of Bangladesh. DALIT got registration from NGO Affairs Bureau (N.1374) in 1999. Some Xaverian missionaries and a group of young dalit people were the visionary-dreamers of DALIT and autobiography of Dr. Baba Saheb Ambedkar was their immense inspiration. Since its beginning, Dalit has been working through a holistic and bottom-up approach promoting the social-economic development of dalit and other marginalized communities. Among them, children and women are the main target groups. In 2015, totally 46,171 direct beneficiaries have been reached.

Dalit is working since 1998 for empowering and mainstreaming dalit and other marginalized communities in the South western part of Bangladesh. It is bringing hope to thousands of hopeless families through several programs: Pre -primary, Primary and secondary Education for Children, Support to higher Studies and Vocational Training for adolescents, Human Rights Awareness meeting to eliminate violence against women, Trafficking and child marriage, Health care, Access to safe water, Sanitation & Hygiene, Livelihood activities for vulnerable women (as handicraft), An Ayurvedic Medicines Production Unit.

Vision

A world in which dalit and other marginalized communities realize their full potential in caste-based free societies that respect people's rights and dignity.

Mission

Achieving Sustainable and lasting improvements in dalit's and other marginalized and socially excluded groups' quality of life, facilitating the access to education, promoting and advocating for their basic human rights, boosting community health, increasing the access to livelihood opportunities and WASH facilities.

Target People

Families and children of Dalit communities has been wayfarer of DALIT's passages. The communities are known as Rishi, Kawra, Dom, Sweeper, Rabidas, Behera, Bazadar, Fisherman, Nikari, Malo, Munda, Teli, Gipsy (Indigenous) etc.

Major core program

- Education project (pre-primary, primary, Secondary)
- Dalit Hospital
- Handicraft production and promotion marketing project
- Traditional Medicine production and promotion project
- Safe Drinking Water supply and Sanitation project
- Women Education and Rights-awareness project
- Anti Human trafficking project
- Child Security project
- Local Rights project
- Income and Income enhancement project
- Relief and Rehabilitation project
- Food Security project
- Growing social awareness project

প্রধান কার্যক্রম

- শিক্ষা প্রকল্প (প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক)
- দলিত হাসপাতাল
- হস্তশিল্প উৎপাদন ও বিপণন
- ভেষজ/আয়ুর্বেদিক ঔষধ উৎপাদন ও বিপণন
- নিরাপদ পানি ও পয়: নিষ্কাশন প্রকল্প
- নারী শিক্ষা ও অধিকার সচেতনতা প্রকল্প
- নারী পাচার প্রতিরোধ প্রকল্প
- শিশু নিরাপত্তা প্রকল্প
- স্থানীয় অধিকার প্রকল্প
- আয় বর্ধন ও উপার্জনমূখী প্রকল্প
- ত্রান ও পুনর্বাসন প্রকল্প
- খাদ্য নিরাপত্তা প্রকল্প
- সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রকল্প

দলিত

দলিত একটি বেসরকারি, নিরপেক্ষ এবং অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। সংস্থাটি ১৯৯৮ সালে এক দল দলিত তরুনের উদ্যোগে সরকারী অনুমোদনে প্রতিষ্ঠিত হয়। তারা বাবা সাহেব আম্বেদকর-এর জীবন থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে দলিত প্রতিষ্ঠানটি সৃষ্টি করে। ১৯৯৯ সালে দলিত এনজিও ব্যুরো দ্বারা নিবন্ধিত (এন ১৩৭৪) হয়। শুরু থেকেই দলিত সংস্থা দলিত শ্রেনীর এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠির মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজ করছে। তাদের মধ্যে মূলত নারী এবং শিশুরাই প্রধান সুবিধাভোগী। ২০১৫ সাল পর্যন্ত ৪৬,১৭১ জনকে প্রত্যক্ষ সেবা দেয়া হয়েছে। দলিত ১৯৯৮ সাল থেকে বাংলাদেশের দক্ষিণ- পশ্চিমাঞ্চলে দলিত এবং অন্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠির ক্ষমতায়ন এর জন্য কাজ করছে। এ লক্ষ্যে সহস্র আশাহীন পরিবাররে জন্য নানা কার্যক্রম যেমন প্রাক প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা সুযোগ, নারী নির্যাতন, পাচার, এবং বাল্য বিবাহ রোধে মানবাধিকার সচেতনতা মূলক সভা আয়োজন, স্বাস্থ্য সেবা, নিরাপদ জল, আয়ুর্বেদিক ঔষুধ উৎপাদন কেন্দ্র চালু রয়েছে।

দর্শন

একটি পৃথিবী তৈরি যেখানে দলিত ও অন্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বর্ণ বৈষম্যহীন সমাজে তাদের গুরুত্ব বুঝবে এবং পূর্ণ অধিকার ও সম্মান নিয়ে বাস করবে।

লক্ষ্য

দলিত, প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, শিক্ষা গ্রহনে সুযোগ প্রদান, মানবাধিকার বিষয়ে ধারনা দান, জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য উন্নয়ন, জীবিকার সুযোগ সৃষ্টি, স্বাস্থ্য সুবিধা বিষয়ে দীর্ঘস্থায়ী উন্নতি অর্জন।

লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠী

দলিত জনগোষ্ঠীর পরিবার এবং শিশুরা দলিত-এর মুল উপকারভোগী। দলিত জনগোষ্ঠী হল; ঋষি, কাওরা, মেথর, রবিদাস, বেহরা, তাঁতী, বাজাদার, জেলে, নিকারি, মালো, মুন্ডা, তেলি, যাযাবর (বেদে) ইত্যাদি।

Dalit's Education Program (দলিত শিক্ষা প্রকল্প)

Dalit has been working as voluntary non government organization since 1998 to do develop in social and education area to the people who live in extreme poverty, illiterate, faces gender & caste discrimination.

"Only through quality education people can change their lives." Believing this, Dalit runs 64 informal pre-primary, primary and secondary education centers supporting more than 5000 children yearly. 625 girls & boys receive financial contribution to obtain their Higher/Graduate/Post Graduate Education certificates.

Dalit organizes a various types of educational and education related program at 64(Pre Primary, primary, Secondary education center) schools of Khulna (City Corporation), Digholia, Dumuria, Keshabpur, Tala, Paikgacha, Monirampur, Mongla, Dacope, Shyamnagar, Fakirhat & Mollahat Upazillas. Dalit works mainly for extreme poverty level children and girls. Moreover, Dalit is also supporting the dalit girls for higher education of Noapara, Avaynagar, Kolaroa, Rampal, and Terokhada Upazillas. Dalit is working for a vision of increase child education rate, to reduce child marriage, and to reduce caste discrimination.

Dalit Provides free educational support along with teacher facilities, logistic supports like book, note book, pen, pencil etc, and monthly stipend for secondary, higher secondary and graduation level student. And Dalit also organizes monthly guardian meeting in school, awareness meeting and seminar at District, sub district, and Union level and various cultural program to developed social concern like; early marriage, importance of education, child rights, human rights, women empowerment etc) to Dalit community. So, a lot of students are going to school and continuing their education.

শুধুমাত্র গুনগত শিক্ষা দ্বারাই মানুষ জীবনে পরিবর্তন আনতে পারে। এই বিশ্বাসে, দলিত ৬৪ টি অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রাক প্রাথমিক, প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনা করছে। যার মাধ্যমে প্রতি বছর ৫০০০ শিক্ষার্থী সহযোগীতা পাচ্ছে। ৬২৫ জন ছেলে/মেয়ে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত উচ্চতর শিক্ষার জন্য আর্থিক সহযোগিতা পাচ্ছে। দলিত সর্বমোট ১১ টি উপজেলা (ডুমুরিয়া, দিঘলিয়া, কেশবপুর, তালা, পাইকগাছা, মনিরামপুর, মংলা, দাকোপ,শ্যামনগর, ফকিরহাট ও মোল্লাহাট) এবং ১টি সিটিকর্পোরেশন (খুলনা) এ ৬৪টি আপ্রাতিষ্ঠানিক প্রাক প্রাথমিক, প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্কুলের মাধ্যমে শিক্ষা ও শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। মূলত দলিত হতদরিদ্র শিশু ও কিশোরীদের সহযোগীতা করে। এছাড়াও নওয়াপাড়া, ফুলতলা, অভয়নগর, কলারোয়া, রামপাল ও তেরখাদা উপজেলায় দলিত মেয়েদেরও উচ্চশিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রদান করা হয়। শিশু শিক্ষার হার বৃদ্ধি, বাল্যবিবাহ, যৌতুক ও বর্ণবৈষম্য রোধে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দলিত নামমাত্র মূল্যে শিক্ষা সুবিধা; শিক্ষা উপকরণ (যেমন খাতা, কলম, পেন্সিল ইত্যাদি), মাসিক উপবৃত্তি প্রদান করে। দলিত প্রতি মাসে মাসিক অভিভাবক সভা, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন পর্যায়ে সচেতনতামূলক সভা-সেমিনার এর আয়োজন করে। যার মাধ্যমে সামাজিক সচেতনতা যেমন; বাল্যবিবাহ, শিক্ষার গুরুত্ব, শিশু অধিকার, মানবাধিকার, নারী অধিকার ইত্যাদি বৃদ্ধি পায়। ফলে অধিক পরিমানে ছাত্রছাত্রী স্কুলমূখী হচ্ছে এবং তাদের লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছে।

শিক্ষা কার্যক্রমের প্রকল্পসমূহ

- Education Support project in Aid of Dalit Community. (ESPADCO)
- Under Privileged Community Development program. (UCDP)
- Supporting Education for Disadvantaged Children (SEDC)
- Literacy Program for Marginalized Community. (LPMC)
- Empowering Dalit and Marginalized Community Through Education Sanitation and Livelihood Programs. (EDMCTESLP)

Main Activities

- 64 Pre primary, Primary and Secondary informal school program for more than 5000 childrens are taught by 152 full time & Part time teachers
- 1128 children under sponsor program
- Monthly education materials distributed
- Grammar books distribution to all students of class 6 to class 9
- Test papers distribution to all SSC examinee
- Monthly stipend distribution for class 4 to class 10.
- Special Financial support to the most vulnerable children
- Medical support to the most vulnerable children
- Drawing, cultural Competition & Debating Competition
- Higher Education financial support is being provided for 625 adolescent girls and boys.
- A adult literacy Education Center in Baniashanta Brothel for 20 women
- Monthly guardian meeting
- Yearly SMC Co-ordination meeting
- Yearly guardian gathers.
- Financial support and guidance seminar for SSC examinee
- Congratulations & guidance seminar for SSC& HSC passed Dalit students
- Elimination of racial discrimination day observation
- Universal Childreans' day celebration
- Child marriage Prevention seminar
- Show Awarness drama
- Teachers' Training
- Monthly Teachers' Orientation
- Computer Training

প্রধান কার্যক্রম সমূহ

- ৬৪ টি প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রে ১৪৫ জন নিয়মিত এবং খন্ডকালীন শিক্ষক দ্বারা ৫০০০ এরও অধিক শিক্ষার্থী শিক্ষা সেবা পাচ্ছে
- ১১২৮ জন শিক্ষার্থী স্পন্সর কার্যক্রমের আওতাধীন
- মাসিক শিক্ষা উপকরণ বিতরণ
- ৬ষ্ঠ হতে ৯ম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের গ্রামার বই বিতরণ।
- এস,এস,সি পরীক্ষার্থীদের টেস্ট পেপার বিতরণ।
- ৪র্থ-১০ম শ্রেনীর ছাত্রছাত্রীদের মাসিক উপবৃত্তি
- গরীব শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ বৃত্তি
- চিকিৎসা সেবা সুবিধা
- চিত্রাঙ্কন, সাংস্কৃতিক এবং বিতর্ক প্রতিযোগীতা
- ৬২৫ জন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষা বৃত্তি প্রদান
- বানিয়াশান্তা পতিতালয়ে ২০ জন নারীর জন্য একটি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র
- বার্ষিক স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি মিটিং।
- মাসিক অভিভাবক সভা বার্ষিক অভিভাবক সমাবেশ।
- এস,এস, সি পরীক্ষার্থীদের ফরম পূরণের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান
- এস,এস,সি এবং এইচ,এস,সি পাশকৃত শিক্ষার্থীদের জন্য সংবর্ধনা
- আন্তর্জাতিক বর্ণ বৈষম্য দিবস পালন
- আন্তর্জাতিক শিশু দিবস পালন
- বাল্য বিবাহ নিরোধকল্পে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সেমিনার
- সচেতনতামূলক নাটক পরিবেশন
- শিক্ষক প্রশিক্ষণ
- মাসিক শিক্ষক সভা
- কম্পিউটার প্রশিক্ষণ

School program

Dalit operates pre school program for children. Dalit prepare them for government primary schools and for other primary schools. Though, the people of dalit community are poor so, Dalit operates primary and secondary informal school for them. Students read in Dalit School as batch system. The time of every class is 2 hour. So, dalit students do not need to study to private tutors. The families can also save money. Dalit provides stipend to the student of class4 to class10. There are two shift classes in every Dalit schools, morning shift is start up at 8am to 12.30 pm and afternoon shift is from 2pm to 5.30 pm. Every school has a full time teacher and 1/2 part time teacher.

স্কুল কার্যক্রম

দলিত শিশুদের জন্য প্রাক প্রাথমিক স্কুল পরিচালনা করছে। এই স্কুলে শিশুদের সরকারী ও বেসরকারি প্রাথমিক স্কুলে ভর্তির জন্য প্রস্তুত করে গড়ে তোলা হয়। যেহেতু দলিত জনগোষ্ঠীর মানুষেরা গরীব, তাই দলিত শিক্ষার্থীদের জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক অপ্রাতিষ্ঠানিক স্কুল পরিচালনা করছে। যেখানে প্রতিটি ক্লাস ২ ঘণ্টা করে পরিচালিত হয়। ফলে শিক্ষার্থীদের আলাদা করে ব্যক্তিগত শিক্ষকের কাছে পড়তে হয় না। পরিবারও কিছু অর্থ সাশ্রয় করতে পারে। এই সাথে দলিত ৪র্থ শ্রেণি থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের উপবৃত্তি দিয়ে থাকে। দলিত স্কুলে দুই শিফটে ক্লাশ পরিচালিত হয়, সকাল ৮টা থেকে ১২:৩০ পর্যন্ত এবং দুপুর ২টা থেকে ৬টা পর্যন্ত। প্রতি স্কুলে একজন ফুল টাইম শিক্ষক থাকেন এবং ১/২ জন পার্ট টাইম শিক্ষক থাকেন।

Working area of Dalit's Education program

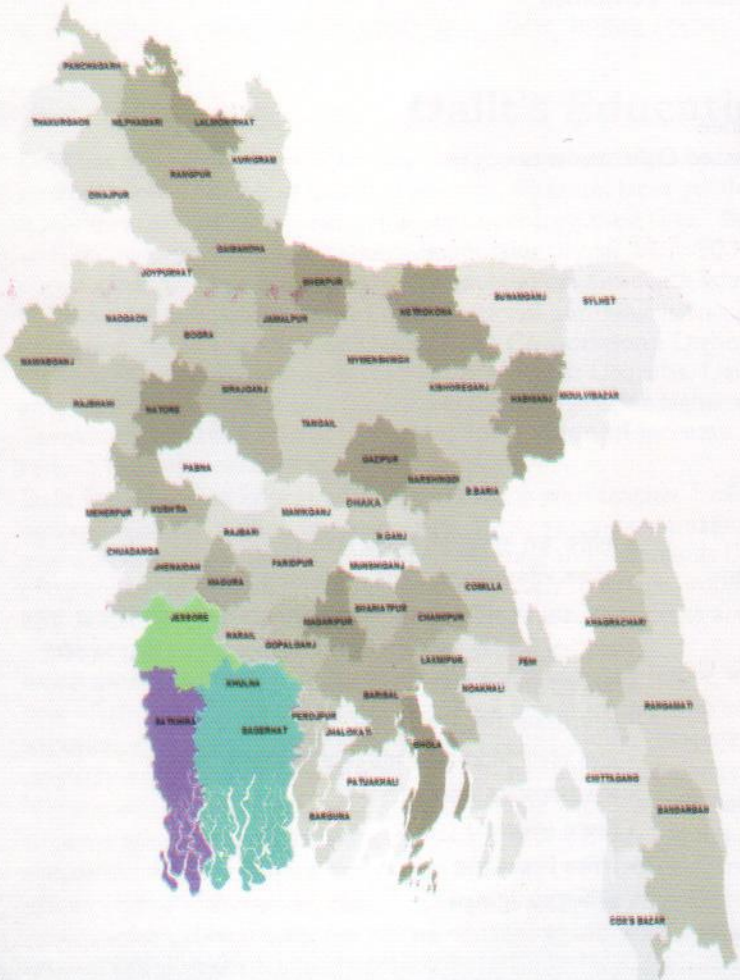

Subdistrict bassis working area of Dalit Education Program

Districts	Sudistrict	Schools	Financial support
Khulna	Khulna city corporation	√	√
	Dumuria	√	√
	Digholia	√	√
	Paikgachaa	√	√
	Dacope	√	√
	Terokhada	√	√
	Phultala		√
Jessore	Keshabpur	√	√
	Monirampur	√	√
	Nawapara		√
	Avaynagar		√
Satkhira	Tala	√	√
	Shymnagor	√	√
	Kalaroa	√	√
Bagerhat	Mongla	√	√
	Mollahat	√	√
	Fakirhat	√	√
	Rampal		√

শিশু কিশোরদের আঁকা ছবি

শান্তা শ্রাবনী সাথি, ৬ষ্ঠ শ্রেণি, মাঝিয়ালি দলিত স্কুল

শান্তা শ্রাবনী সাথি, ৬ষ্ঠ শ্রেণি, মাঝিয়ালি দলিত স্কুল

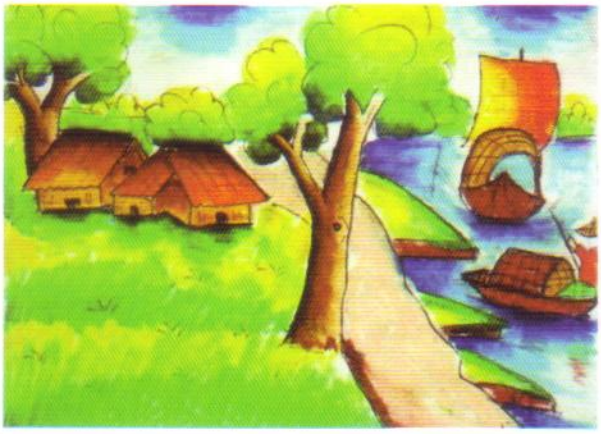

পলাশ চক্রবর্তী, ১০ম শ্রেণি, সাহস নোয়াকাঠি দলিত স্কুল

পলাশ চক্রবর্তী, ১০ম শ্রেণি, সাহস নোয়াকাঠি দলিত স্কুল

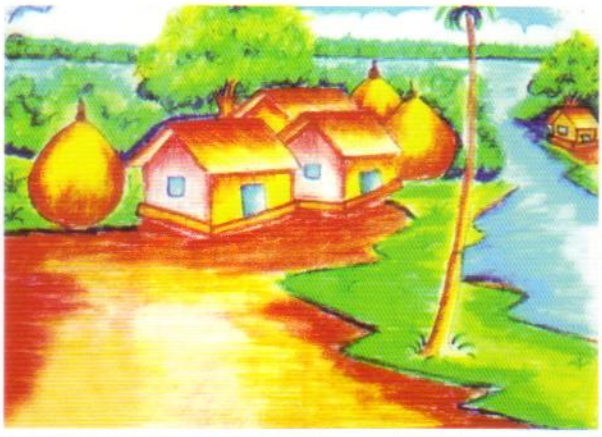

অরুপ বিশ্বাস ৭ম শ্রেণি, আড়ংঘাটা দলিত স্কুল

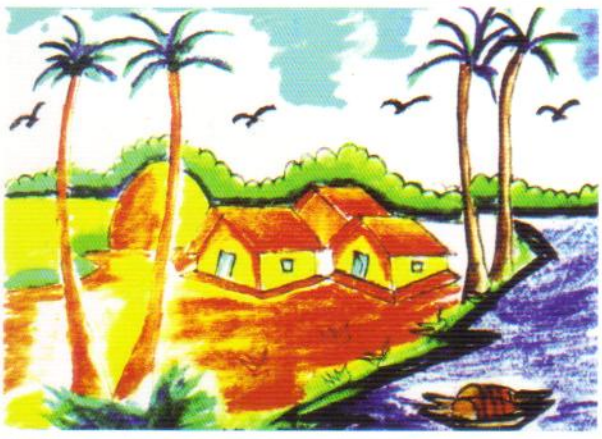

অরুপ বিশ্বাস ৭ম শ্রেণি, আড়ংঘাটা দলিত স্কুল

শিশু কিশোরদের আঁকা ছবি

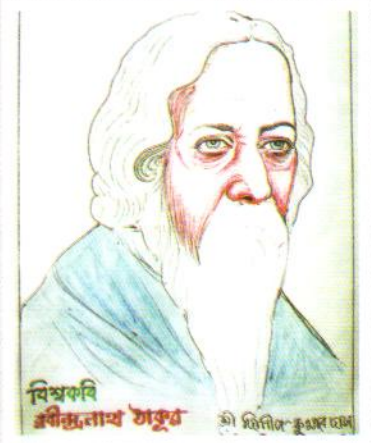

দিলীপ কুমার দাস, তৈলকুপি দলিত স্কুল

দিলীপ কুমার দাস, তৈলকুপি দলিত স্কুল

গঙ্গা দাস, ৬ষ্ঠ শ্রেণি, মধুগ্রাম দলিত স্কুল

পলাশ, রেখামারী দলিত স্কুল

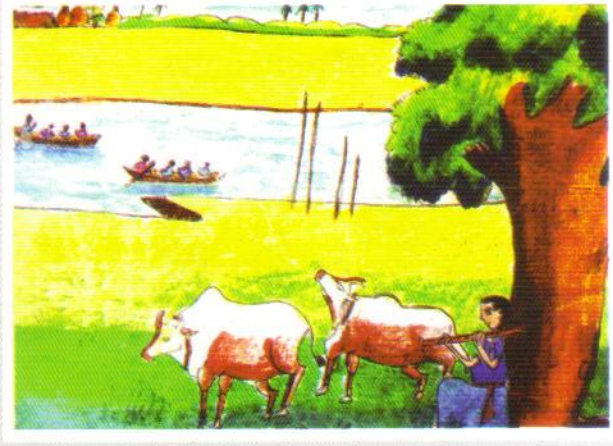

বিশাল দাস, ১ম শ্রেণি, বানরগাতি দলিত স্কুল

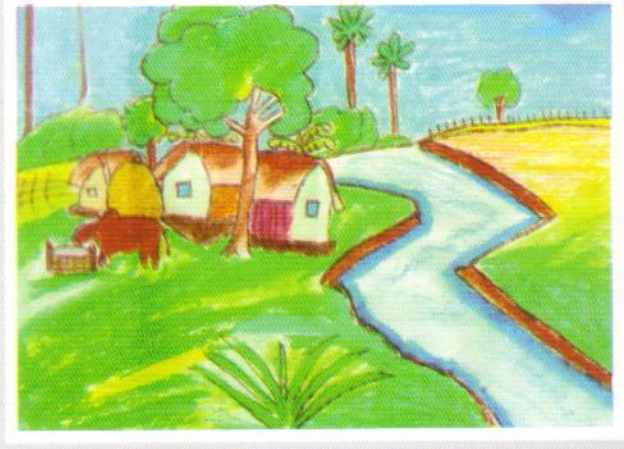

আশিক দাস, ১০ম শ্রেণি, সোনাডাঙ্গা দলিত স্কুল

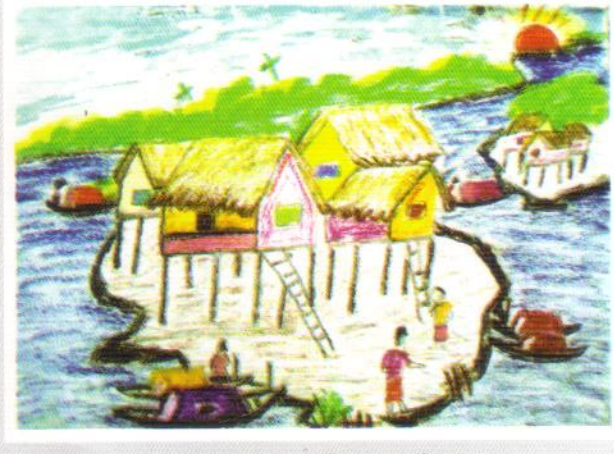

সুবর্না সরকার, ৯ম শ্রেণি, ঘোনা দলিত স্কুল

শিশু কিশোরদের আঁকা ছবি

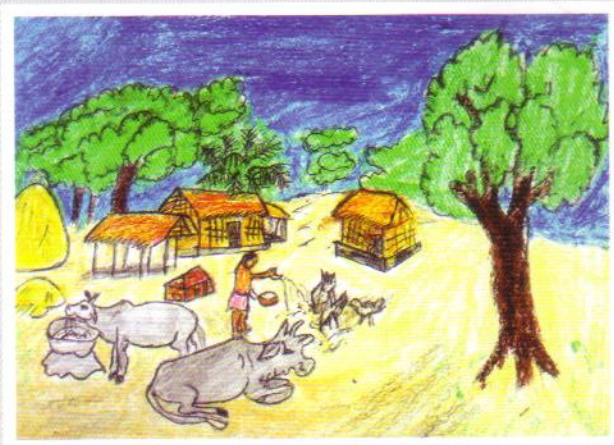

হৃদয় দাস, ৮ম শ্রেণি, ধুলন্ডা দলিত স্কুল

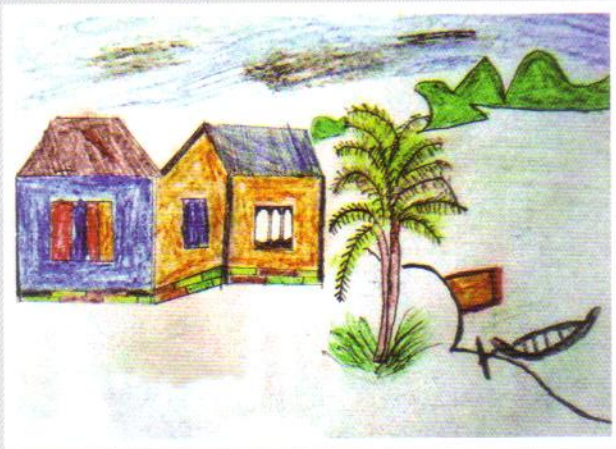

অরবিন্দু কুমার দাস, ৭ম শ্রেণি, খেদাপাড়া দলিত স্কুল

সুবর্না সরকার, ৯ম শ্রেণি, ঘোনা দলিত স্কুল

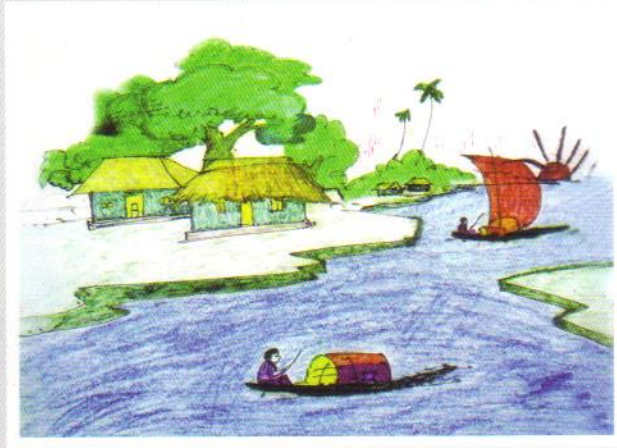

সুবর্না সরকার, ৯ম শ্রেণি, ঘোনা দলিত স্কুল

প্রদীপ দাস, ৭ম শ্রেণি, জাহানপুর দলিত স্কুল

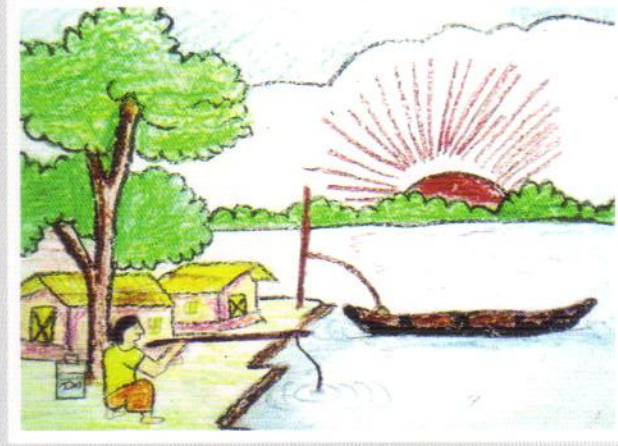

প্রদীপ দাস, ৭ম শ্রেণি, জাহানপুর দলিত স্কুল

শিশু কিশোরদের আঁকা ছবি

সুমন দাস, ৯ম শ্রেনী, ধর্মপুর দলিত স্কুল

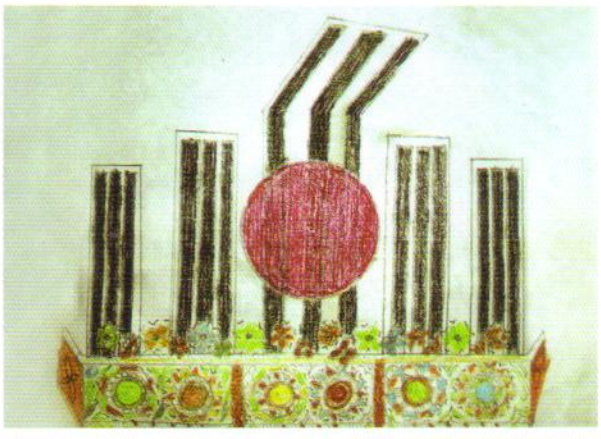

তাপস দাস, ৪র্থ শ্রেনী, টিটা মোমিনপুর দলিত স্কুল

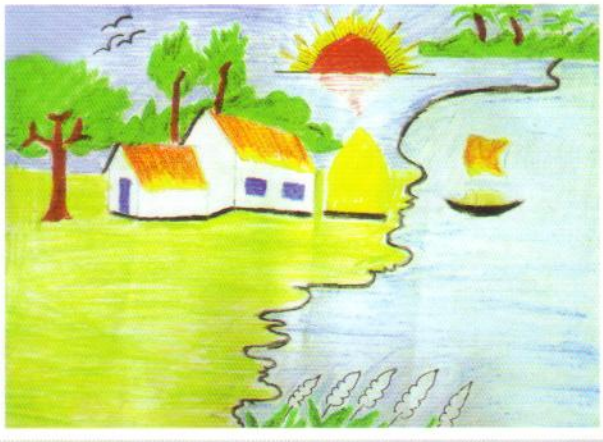

তমালিকা দাস, ৭ম শ্রেনী, মধুগ্রাম দলিত স্কুল

প্রেমা তরফদার, ৩য় শ্রেনী, আড়ংঘাটা দলিত স্কুল দলিত

স্মৃতি খাতুন, ৫ম শ্রেনী, বুড়ুলিয়া দলিত স্কুল দলিত স্কুল

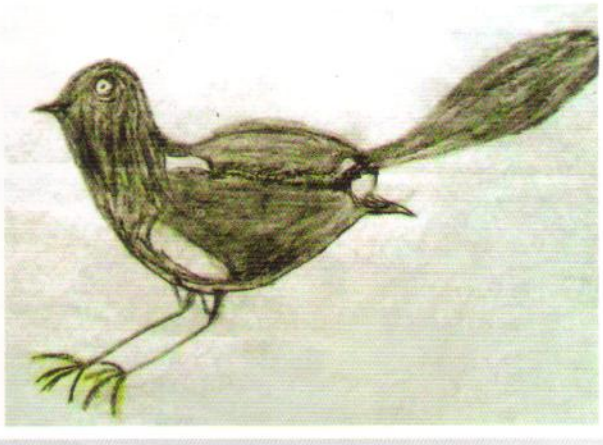

দেবব্রত দাস, ৩য় শ্রেনী, মুড়ুগাছা দলিত স্কুল দলিত স্কুল

শিশু কিশোরদের আঁকা ছবি

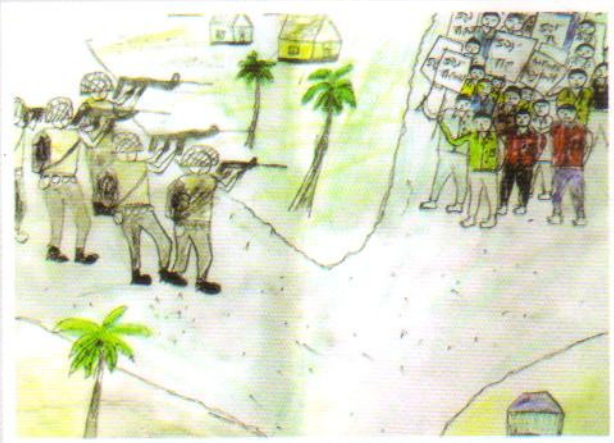

সুমন দাস, ৮ম শ্রেনী, শোলগাতিয়া দলিত স্কুল

রিপন দাস, ৮ম শ্রেনী, শোলগাতিয়া দলিত স্কুল

প্রহ্লাদ দাশ, ৯ম শ্রেণি, চিনাটোলা দলিত স্কুল

আরিফা খাতুন, ৬ষ্ঠ শ্রেনী, মুন্সীগঞ্জ দলিত স্কুল

প্রশান্ত মন্ডল, মুন্সীগঞ্জ দলিত স্কুল

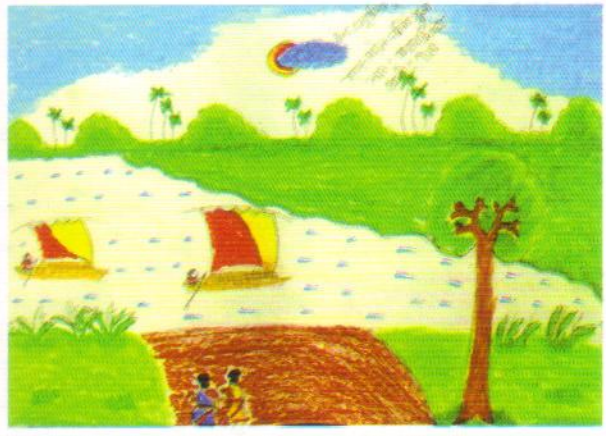

তমা দাশ, ৭ম শ্রেণি, হাজরাইল দলিত স্কুল

এক তোড়া কবিতা/ছড়া

ফড়িং

তানিয়া খাতুন
৬ষ্ঠ শ্রেণি, মুন্সিগঞ্জ দলিত স্কুল

আম বাগানে গাছের ডালে,
দুইটি ফড়িং করছে খেলা
হলদে সবুজ রং মাখানো,
দুই ফড়িং-এর পাখনা মেলা।

সোনামনি

.....

ঐ দেখ কে আসছে
সোনামনি দোলায় দুলছে,
সোনামনি হেসে ওঠে
মা তখন কোলে তোলে,
ছোট্ট খোকা দুষ্টু বড়,
মিষ্টি আর সদায় ভাল,
হাসি ভরা মুখটি তোর
দেখবো আমি সকাল ভোর।

টিয়ে পাখি

.....

টিয়ে পাখি হালকা সবুজ,
ছোট্ট সোনা বড্ড আবুঝ।
টিয়ে পাখি, টিয়ে পাখি
লেজটি তোমার লম্বা ভারি
গায়ের রং, রং-বাহারী
শষ্য তুমি খাও,
নীল আকাশে ঘুরে বেড়াও
আমায় ধরা দাও।

উল্টা পাল্টা

দিপংকর সরকার

আম গাছে জাম ধরেছে, কলা গাছে কুল,
তাল গাছের মাথায় দেখি বড় বড় ফুল।
কাঁঠাল গাছে প্রতিদিন রস হয় তিনবেলা,
পেঁপে গাছের কাঠ বেঁচলে হয়রে টাকার মেলা।
কুমড়ো গাছে আলু ধরে পেয়ারা গাছে তাল,
দুবলা গাছের পাতা দিয়ে হয়রে কারেন্ট জাল।
আলু পটল হালি দরে, ডাব বিক্রি হয় সেরে,
নতুন করে সব কিছুরই দাম গেছে বেড়ে।

স্কুল

সবুজ হোসেন
জাহানপুর, দলিত স্কুল

আমাদের ছোট গ্রাম জাহানপুর গ্রাম
এখনে একটি মাত্র দলিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।
এখানে সবাই মোরা ভাই বোন
প্রতিনিয়ত ক্লাস করি দিয়ে সবাই মন।

জোনাকি পোকা

শ্রাবনী দাস
৭ম শ্রেণি, বানরগাতি দলিত স্কুল

জোনাকি পোকা নয়তো বোকা
খরচ ছাড়াই চলে,
রাত হলে সব ঝোপে ঝাড়ে
তাঁরার মতো জ্বলে।
ইচ্ছেমতো বেড়ায় ঘুরে
পাখা দুটো মেলে,
আনন্দ পায় বেশি তারা
লুকোচুরি খেলে।

মা

শ্রাবণী দাস
৭ম শ্রেণি, দলিত স্কুল

মায়ের মুখের মধুর হাসি
দেখলে জুড়ায় প্রাণ
মায়ের ভালবাসা
সে তো অফুরান
আমি যখন মা মা বলে
মধুর সুরে ডাকি
মা এসে কয়, কী হয়েছে?
আমার সোনা পাখি।
আমি যদি বলি মাগো,
লাগছে নাতো ভাল
অমনি মায়ের মুখটি হবে
অন্ধকারে কালো।

পরীক্ষা

চুমকি খাতুন
৫ম শ্রেণি, আমতলা দলিত স্কুল

ছেলে : পরীক্ষা দিতে যাচ্ছি, বাবা।
দোয়া করো আমায়।
বাবা : আচ্ছা বাবু দোয়া করি।
পরীক্ষা দিয়ে আসো ফিরে,
আমার দোয়া সঙ্গে রবে,
পরীক্ষা তোমার ভাল হবে।
ছেলে : তোমার দোয়া সঙ্গে নিয়ে,
খাতার পাতায় লিখবো গিয়ে,
কলমটি আমার চলবে ঠিক,
লিখব পরীক্ষায় সব সঠিক।
বাবা : তাই যেন হয়, সোনা আমার,
ফেল হবেনা কখনো আর,
পরীক্ষায় নকল এড়িয়ে যাবে,
মনযোগ দিয়ে পরীক্ষা দিবে।

স্বপ্ন

দেব্রত কুমার দাস
১০ম শ্রেণি, খেদাপাড়া দলিত স্কুল

আমাদের এই স্বপ্নটা সত্যি হবে কবে?
সবার মাঝে উঁচু হয়ে বাঁচব মোরা সবে?
থাকবে নাকো জাত ভেদাভেদ ,
এই সমাজের মাঝে।
কিন্তু মেথর, মুচি, বেয়ারা আর ধোপা .....
ওরা নাকি সমাজের বোঝা ?
বড় হওয়ার জন্যে চাই,
জ্ঞান এবং বিদ্যা
তারই জন্য আমদের মাঝে
দলিত প্রকল্প শিক্ষা।
মেথর, মুচি, জেলে, কাওরা
শিক্ষা নিতে হলে,
সবাই মিলে আসতে হবে
দলিতের স্কুলে।

খুলনা শহর

দীপা দাস
৭ম শ্রেনি, বানরগাতী দলিত স্কুল

খুলনা শহর ব্যস্ত ঢের,
আজব নামে জায়গা এর,
খোঁজ নিয়েছি পয়লাতেই,
ময়লাপোতায় ময়লা নেই,
শিব দেখি না শিববাড়ি,
দেখি শুধু মাটরগাড়ি,
ফেরিঘাটের এমনি হাল
নেইকো নদী নেইকো পাল,
বানরগাতী নামটি বেশ
বানরগুলো নিরুদ্দেশ,
তারের পুকুরে নেই পুকুর
রাজা ছাড়াই রাজাপুর,
শোন খুকু হেসো না
সোনাডাঙ্গায় নেই সোনা।

স্বদেশ প্রেম

মামনি দাস
১০ম শ্রেনি, মাছিয়াড়া দলিত স্কুল

দেশের প্রতি ভালবাসা নেই যার
সে জন হৃদয়হীনা কিংবা স্বার্থপর।
সতত সবার তরে ন্যায় সমনীতি,
যে দেশ দিয়েছে ভাষা, ছন্দ আর গীতি।
যেজন নিজ দেশকে নাহি ভালবাসে,
সেজনে মানুষ, স্বার্থপর বলে অনায়াসে।
যেজন স্বদেশ রক্ষায় করে আত্মদান,
সেইজন মানুষ নহে, দেবতার প্রাণ।
যেজন স্বদেশকে বেশি ভালবাসে,
মানুষ সর্বদা থাকে তার পাশে।

শরৎ

আকাশ গাইন
৬ষ্ঠ শ্রেণি, মালগাজি দলিত স্কুল

শিশির ভেজা সবুজ ঘাসে,
ঋতুর রানী শরৎ আসে,
নদীর বুকে নৌকা চলে,
পালের নৌকা হাওয়ায় দোলে,
মাঝি গায় ভাটিয়ালী,
শিল্পীর হাতে রং-তুলি।
আকাশ জুড়ে মেঘের খেলা,
পাখিরা সব করে খেলা,
সন্ধ্যা বেলায় বকের সারি,
রাতের চাঁদ সুন্দর ভারি।
গাছে গাছে পাঁকে তাল,
প্রিয় আমার শরৎ কাল।।

রাখবো জাতির মান

স্বপ্না দাস
৯ম শ্রেনি, প্রতাপপুর দলিত স্কুল

রাখবো জাতির মান,
প্রয়োজনে রক্ত দেব,
করব জীবন দান।
দেশ ও জাতির সেবা করে
করব জীবন ধন্য,
বিশ্বখ্যাতি ছড়িয়ে যাবে
সেবা করার জন্য।
অত্যাচারী ও মিথ্যাবাদীকে
করব সবাই ঘৃণা,
সবাইকে শোধ করতে হবে
স্বদেশ মায়ের দেনা।

বাল্য বিবাহ অভিশাপ

মিন্টু সরদার

নশ্বর এ পৃথিবীতে কেনো আসিলাম?
অল্প বয়সেই পিতার ভিটা ছাড়িলাম।
বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞানের পথ হারাইলাম,
বাল্যকালেই সংসারে পা রাখিলাম,
স্বপ্ন আশা জলে ভাসাইলাম
সারা জনম দেশের বোঝা হইলাম।
নিত্য দিন দুঃখের অগ্নি পোহাইলাম,
কিশোরী কালে গর্ভে সন্তান ধরিলাম,
জরা-ব্যাধির জালে জড়াইলাম,
সর্ব শেষে পৃথিবী হতে বিদায় লইলাম।

সকাল বেলা

নাহিদ তালুকদার
৬ষ্ঠ শ্রেনি, মালগাজি দলিত স্কুল

সকাল বেলার ঘুম ভাঙ্গে একটি মধুর ডাকে,
ইচ্ছে করে ছুটে বেড়াই পশুর নদীর বাঁকে।
পাখির কূজন মিষ্টি খুব, করে তারা গান,
তাদের গানে নেচে ওঠে আমার হৃদয় প্রাণ।
বাংলাদেশের মাঝে আছে হাজার রকম পাখি,
তাদের মতো মনের মাঝে নানান ছবি আঁকি।
তাদের ডাকে চঞ্চল হয় সকাল বেলার আলো,
সেই আলো গায়ে মেখে মন হয়ে যায় ভাল।

অপরূপ বন

মলিনা মন্ডল
আমতলা দলিত স্কুল

খুলনা জেলায় বাড়ি আমার পাশে সুন্দরবন,
ঘুম থেকে উঠেই দেখি আমি সুন্দর বনের মুখ,
মুগ্ধ হয়ে ভাবি আমি, কি অপুরূপ শোভা।
নদীর জলে দল বেঁধে মাছেরা করে খেলা।
বানরেরা জটলা বেঁধে বসায় পাঠশালা।
বাঘ মামা উঠলে ডেকে, হরিণ কাঁপে ভয়ে
বনের যত পশুপাখি, জীবনটা লুকায় ডরে।

বিয়ে বাড়ি

প্রসেন দাস
৬ষ্ঠ শ্রেনি, মালগাজি দলিত স্কুল

বিয়ে বাড়িতে ধুমধাম, অনেক লোকের সমাগম,
তাইতো সবাই কাজ করছে, কেউবা বসে হলদি বাটছে।
কেউবা বসে মেহেদী বাটে কেউবা মাখে রং,
কেউবা আবার রং মেখে সাজছে যে সং।
কেউবা আবার রান্না করে কেউবা মসলা বাটে,
কেউবা আবার জামাইয়ের জন্য মাছের মাথা কাটে।
কেউবা আবার বর আসবে সাজছে নতুন সাজে,
বিয়ে বাড়ি তাইতো এবার বিয়ের বাদ্য বাজছে।
নতুন বউ যাবে শ্বশুর বাড়ি, এবার সবাই কাদছে।

বাংলার মাটি

আহাদুজ্জামান

বাংলা আমার সোনার মাটি,
বাংলার মাটি চির সাথী।
মাটির মানুষ মাটির মতন,
মাটিকে তাঁরা করে যতন
সুখ পায়রা নয়তো মানুষ জাতি,
সারাক্ষন যায়, ধুলোয় গড়াগড়ি।
বাংলা আমার জন্মভূমি,
বাংলা আমার মায়ের ভাষা,
মাটিতে আমার আসল বাড়ি,
মাটিতে থাকব আমি
এই মোর সকল আশা।

এক তোড়া কবিতা/ছড়া

স্বাধীনতা

মেহেরুন্নেছা
৭ম শ্রেণি, আড়ংঘাটা দলিত স্কুল

তোমরা কি জান ৭১-এর কথা ?
বাংলার যত বীর সন্তান এনেছিল স্বাধীনতা,
৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে,
এনেছিল তারা স্বপ্নের স্বাধীনতা ।
সে সময় দানবেরা সব দিত রোজ রোজ হানা,
মানতনা বাঁধা, আর শুনত না কান্না,
শিশু, যুবক, বৃদ্ধ আর নারীদেরকে,
দেখলেই তারা মেরে ফেলত রাইফেলের গুলিতে।
নিষ্ঠুর যত শকুনেরা সব এসেছিল এই দেশে,
বাংলার বুক খুঁড়ে খেয়েছিল বাংলারই মাটিতে,
অনেক কষ্ট সহ্যের পর বাংলার যত বীর,
যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েছিল, তারা বাংলাকে করে নীড়,
৯মাস যুদ্ধের পর, এলো সেই দিনটা,
বাংঙ্গালী জাতি ফিরে পেল, সেই সাধনার স্বাধীনতা।

নারী অধিকার

জয়ন্তি দাস
দ্বাদশ শ্রেনি, মাছিয়াড়া দলিত স্কুল

হে মানুষ, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব তুমি শোন ওদের কথা,
ওদের মনে জমে আছে অনেক দুঃখ ব্যাথা।
নারী জাতি, মায়ের জাতি মনে রেখ ভাই,
ওদের গর্ভে জন্ম নিলাম আমরা যে সবাই।
তাদের উপর কেমন করে, করে অত্যাচার?
দিন দুপুরে নির্যাতন, আর অবিচারের সংসার।
তোমার ঘরেও আছে মা, হয়তো আছে বোন,
ঘরের নারী আপন হলে, ওরাও আপনজন।
রাস্তা ঘাটে অফিস বাজারে কত নারীর হয় অপমান,
তোমার জন্য একটি মেয়ে হারায় সম্মান।
সরলতার সুযোগ নিয়ে কর কতই হয়রানি,
নারীর ঘাড়ে দোষ দিয়ে নিজে সাজো মুনি।
যৌতুক আর ইভটিজিং-এ তোমরা চ্যাম্পিয়ন,
হুমকি আর ভয় -এর বলে তোমরা বলবান।
এস বলি, নারী পুরুষ সবাই মানুষ, কোনো ভেদাভেদ নাই,
নারী পাবে সম অধিকার, শান্তির গান গাই।

অনুপ্রেরনা

মি. জন গাইন
অফিস সহকারি, দলিত

আজ এই শুভ নন্দিত দিনে,
আনন্দ ধরে না মনে।
দলিত সংস্থার প্রথম " দলিত জাগরণ স্মরণিকা,
যার মধ্যে রয়েছে দলিতের কার্যক্রম ও অবহেলিত মানুষের কথা।
যারা ছিল সমাজের পিছিয়ে থাকা তৃণমূল,
শিক্ষার আলো ধীরে ধীরে ভেঙ্গে দিল ভুল।
মা, বোনেরা যারা ছিল ঘরের কোনে বসে,
তারা দলিতের হস্তশিল্পে যোগ দিল এসে।
দলিত সংস্থা করছে দলিতদের সাহায্য সহযোগীতা,
সমাজের দরিদ্র মানুষ স্বল্প মূল্যে পাচ্ছে সুচিকিৎসা।
একাজে আছে বাঁধা, আছে ধিক্কার।
তবু, মনে করতে হবে এ হল আমার বড় অনুপ্রেরণা।
আমার লেখার ভুল ত্রুটি সকলেই করবেন ক্ষমা,
দলিত সংস্থার প্রথম স্মরণিকা শুভ উদ্বোধনে টানলাম যবনিকা।

ওরা দেশদ্রোহী

মোঃ মাহাবুর রহমান
বাশঁবাড়িয়া

রক্তে রঞ্জিত রাজপথ,
প্রতিনিয়ত ঘটছে শত মানুষের জীবন হানি,
তবু ওরা থামতে চায়না।
যত সব মিছিল মিটিং আর দেশোন্নতি
অনুষ্ঠানে হিংস্র হায়েনার মত দিচ্ছে হানা।
যেখানে সেখানে ফেলছে গ্রেনেড, বোমা
তবু ওরা থামতে চায় না।

ওরা দেশোদ্রোহী !! দেশের অশান্তির জন্য
মুখোশধারী শয়তান হয়ে চাটুবাণীর আশ্রয় নেয় তারা,
আর যখন তখন সৃষ্টি করে হ-য-ব-র-ল।

এমন মন হরণকারী, সুন্দর দেশের নাগরিক
হওয়ার ওদের কোন অধিকার নেই,
ওরা এক্ষুনি বাংলা ছেড়ে চলে যাক,
যেখানে হিংস্র জানোয়ারের বসবাস।

গাঁয়ের জীবন

অপর্ণা দাস
শিক্ষক, জেয়ালা দলিত স্কুল

আমার গাঁয়ের মেটো পথে
রাঙ্গা ধূলার পরে
শিশুরা সব খেলা করে
রঙ্গীন হাসি হেসে।
প্রজাপতি উড়ে বেড়ায়
নানান ফুলে ফুলে,
পাখিরা সব বাসা বাঁধে
গাছের ডালে ডালে।
গাঁয়ের মেয়ে কলসি নিয়ে
যায়রে নদীর ঘাটে,
রাখাল ছেলে বাজায় বাঁশি
মধুর কোন সুরে।
মাঝির ছেলে নৌকা চালায়
পাল উড়িয়ে আকাশে,
জেলেরা সব মাছ ধরে
রঙিন স্বপ্ন নিয়ে।
কাজের শেষে ক্লান্ত হয়ে
সবাই ফেরে ঘরে,
সাঁঝের বেলায় প্রদীপ জ্বলে
সব কৃষকের ঘরে।
নিঝুম রাতে শান্ত হয়ে
নেত্র ডুবায় রাত গোচরে ,
গাঁয়ের শোভা ভেসে আসে
স্বপ্ন লোকের দুয়ারে।

বাংলা আমার

অপর্ণা দাস
শিক্ষক, জেয়ালা দলিত স্কুল

বাংলা আমার মাতৃভাষা
বাংলা আমার ধন
বাংলার জন্য উৎসর্গ করব
আমার এই প্রাণ
বাংলা আমার সকাল বেলার
ঘুম ভাঙ্গানো পাখি,
ঘুম থেকে তাই উঠেই আমি
বাংলা মা কে দেখি,
বাংলা আমার খেলার সাথী,
বাংলা আমার মা,
বাংলার সাথে কারো তাই
হয়না তুলনা ।
বাংলা আমার সুখের দিন
দুঃখ পরাজয় ।
বাংলা আমার জগত,তাই
করতে পারি জয়।
বাংলা আমার, আমি তাহার
কতই ভালবাসি,
বাংলার জন্য জীবন তাই
ধরতে পারি বাজি।

ভূত

সুমন পাল
শিক্ষক, চিংড়া দলিত স্কুল

কেউ বলে ভূত বেঁটে
কেউ বলে লম্বা,
কেউ বলে ইয়া বড়ো
ভয়ে পিলে-চমকা ।
কেউ বলে ভূত নাচে,
ধিন ধিন ধিনতা,
শিস দিলে শিস দেয়
নেই কোন চিন্তা।
ভূত কি গো কাঁদে বলো?
খিদে পেলে খায় কি?
আরশোলা, ব্যাঙ ভাজা
নাকি ভাতে খাঁটি ঘি?
রাত হলে ভূত আসে,
দিন হলে হাওয়া,
ভূত কেন মানুষের
পিছু করে ধাওয়া?
কেউ বলে ভূত আছে,
কেউ বলে ভূত কি?
মানুষের মনেই ভূত
সন্দেহ আছে কি??

সুন্দরবনের জন্য প্রতিজ্ঞা

রিংকু মন্ডল
৯ম শ্রেণি, রেখামারী দলিত স্কুল

মায়ের মত করে যতন, আমাদের এই সুন্দরবন,
বিপদ থেকে রক্ষা করছে, কিন্তু নষ্ট করছে জনগন।
চায়না কিছু আমাদের কাছে, আমাদের দেয় শুধু আহার,
সুন্দরবনকে রক্ষা করা সবারই দরকার।
মায়ের মত সুন্দরবন সদা সর্বদাই,
প্রাকৃতিক দুর্যোগে মোদের আগলে রাখে তাই।
চোর ডাকাতের হাত থেকে বন বাঁচাতে হবে,
চারপাশে আছেন যারা, সজাগ থাকুন সবে।
ধ্বংস যেন না হয় প্রিয় সুন্দরবন,
সন্তানের মতন তারে করো লালন।
তাই প্রতিজ্ঞা করতে হবে,
সুন্দরবনকে আমাদের রক্ষা করতে হবে।

নতুন আশা

সত্যজিত দাস

পুরনোদিনের দুঃখগুলো ঝেড়ে ফেলে.....,
পুরনো দিনের কাপড়ের মত।
এতদিন যারা আঁকড়ে ছিল,
তোমার শাখা প্রশাখায়।
দলিতকে ঠকিয়ে যারা,
গড়ে ছিল সুখের নিবাস,
চেয়ে দেখ দুয়ারে নতুন শিশুর, সতেজ হাসি।
গা ঝাড়া দিয়ে উঠার এখনিই সময়,
ঘুমের ঘুট ঘুটে অন্ধকার ছেড়ে,
আলোর পৃথিবীতে এসো।
নতুন আশা নিয়ে জেগে ওঠো,
আবার নতুন করে বাঁচো,
নতুন স্বপ্নে নতুন আশায়।

এক তোড়া কবিতা/ছড়া

কুলাঙ্গার

গোবিন্দ দাস
সিডিও, দলিত

বড় হয়েও স্বজাতি সেবায় নেই যার মন,
ধিক, ধিক জানাই সে সকল নরাধম।
জানি পুরিবেনা আশা স্বজাতি সেবা ছাড়া,
মনে মনে ভাবতে পারো মহামন্ডিত মোরা।
ভাবতে পারো কে করেছে তোমার জন্য গুনগান?
কাদের জন্য তুমি ভাবো নিজ মহীয়ান।
মাইকেলও পারেনি হতে বড়, স্বজাতি করিয়া হেলা,
একাকি ভাসিবে তুমি মাঝ সাগরে ভেলা।
অন্য জাতির টাইটেল নিয়ে পরিচয় লুকায় যারা,
পৃথিবীর ভিতরে চিহ্নিত শয়তান তারা।
স্ব-জাতি হয়ে যারা স্ব-জাতিকে করে অঙ্গার,
তারাই হল এ সমাজে বড় কুলাঙ্গার।
স্ব-জাতি করেছে যাদের গুনগান,
তারাই হয়েছে পৃথিবীতে চির মহান।।

দলিত স্কুল

সীমন দাস
৪র্থ শ্রেণি, বাঁশবাড়িয়া দলিত স্কুল

মোদের গ্রামের সরল মানুষ,
মুচি, কাওরা, বেহারা।
সবার জন্য দলিত আনল
স্কুল এবং শিক্ষা।

ছিন্নমূল

বিপ্লব মন্ডল
সিডিও, দলিত

পুতুল খেলার দিনগুলো মোর কাটছে বি,এল, কলেজে,
ভাই আপাদের সাথে মিশি, থাকি নানান কাজে।
কখনো বা নদীর পাড়ে আমগাছ তলায় বসি,
কখনো বা মালা হাতে দৌড়ে মাঠে আসি।
বকুল ফুলের মালা হাতে হেথা সেথা ঘুরি,
ভাই আপাদের নিতে বললে, ওরা বলে Sorry।
এই কলেজে নাম না জানা বড় বড় ক্লাশে,
কত শত ভাই আপারা লিখতে পড়তে আসে।
ওরাও পড়ে এই কলেজে আমিও থাকি হেথা,
তারপরেও তাদের সাথে আমার পার্থক্যটা।
আমায় যদি ছাত্রী ভাব করবে তবে ভুল,
আসলে আমি পথহারা এক শিশু "ছিন্নমূল"!!

সুখের খোঁজ

লাইজু খাতুন

বউ যদি হয় মেয়ের মতো,
শ্বাশুড়ী হয় মা,
তাহলে আর তাদের মাঝে,
দ্বন্ধ থাকবে না।
বউয়ের যদি ভুল হয়ে যায়,
কাজের মাঝে মাঝে,
উদার মনে ক্ষমা করা,
শ্বশুড়ী মায়েরই সাজে।
ক্ষমা না করে শ্বশুড়ী যদি,
মারে মুখে খোঁচা,
বউও চোখের শরম ভেঙ্গে,
মুখটি করবে বোঁচা।

বুদ্ধি ছিল কম

রেশমা খাতুন

যখন আমি ছোট্ট ছিলাম,
বুদ্ধি ছিল কম
মাছ মাংশ ডিম ফেলে
মজা করে খেতাম আলুর দম।
তাই না দেখে বুড়ো দাদা,
খেতে বসত মোর পাশে,
দুধ, মাছ, মাংশ খেয়ে নিত
মিচ মিচিয়ে হেসে।
এখন আমি বুঝতে পারি,
কোনটা কত মজা?
সবচেয়ে প্রিয় মোর,
মলা মাছ, ডিম, আর সবজি ভাজা।

দলিত

বিপ্লব কুমার দাস

আয়রে তোরা আয় দেখে যা,
দলিত এসেছে দেশে।
দলিত এসেছে, দলিত এলো রে,
ময়ূর পঙ্খী বেশে।
ধানে ভরা, গানে ভরা,
মোদের এই দেশ ভাই।
চোখ থাকিতে অন্ধ মোরা,
নাইকো মোদের ঠাঁই।
দলিত দিয়েছে গ্রামে গ্রামে,
প্রাথমিক বিদ্যালয়,
দলিত দিয়েছে গ্রামে গ্রামে,
স্যানিটেশন প্রকল্প।
সারা জীবন বলে যাবো।
দলিতের এই গল্প।

অধিকার

জয়দেব কুমার দাস
শিক্ষক, বালিয়া দলিত স্কুল

হে পার্থ, তুমি মোদের করেছ
এ পৃথিবী দান
আমরা কি নই তব এই পৃথিবী প্রাণ ?
ধর্ম বর্ণের চাপে পড়ে আমাদের জীবন গেল পিষে,
আমাদের নেই কি প্রাণ?
হে পার্থ মোদের দাও গো বলিদান
নিজের অধিকার কে করিবে দান?
হে পার্থ দাও মোদের
জ্ঞান চক্ষু খুলি
আর রবো না মোরা আমড়া কাঠের ঢেঁকি ।
অন্যায় আবিচার দেখে
রবো না মাথা নতো করে
প্রতিবাদ করবো তাদের তরে।
নিচু জাতি বলে হব না তিক্ত
মোটেই আমরা নইতো রিক্ত।
আমরা হব দেশের রত্ন
সময় হয়েছে নতুন খবর আনার,
শপথের চিঠি পৌছে দেয়ার
ভিরুতা পিছনে ফেলে
পৌঁছে দাও এ নতুন খবর
অগ্রগতির পাখা মেলে।
দেখা দেবে বুঝি প্রভাত এখনি
নেই, দেরি নেই আর
ছুটে চলো, ছুটে চলো, আরো বেগে
দুর্গম পিচ্ছিল, সে পথে।

মনের ছবি আঁকি

দিবস কুমার দাস

নতুন বছর নতুন বইয়ে, মধুর সুভাস মাখা,
বড়ো হওয়ার ইচ্ছার লাগি, করছি লেখাপড়া,
লেখাপড়ায় ফাঁকি দেবার, অভ্যাস নাহি গড়ি,
তাইতো বইয়ে চোখ রাখিয়া মনের মত পড়ি।
রোজ ভোরে মা আমায়, ঘুম ভাঙ্গিয়ে বলে,
স্যারের পড়া না করলে বেতের বাড়ি খাবে।
মায়ের ভয়ে পড়তে বসি, দেইনা কোন ফাঁকি,
মলাট বাঁধাই বইয়ের ভাজে, মনের ছবি আঁকি।

জাগরণ

রজনীকান্ত দাস

পৃথিবীতে আছে অনেক জাতি,
এদের মধ্যে কামার, কুমার, তাঁতী।
বেয়ারা, কাওরা, মুচি, মেথর, জেলে,
উচ্চ বর্ণেরা রাখে তাদের পায়ের নিচে ফেলে।
সমাজে যারা অসহায় অবহেলিত,
এরাই পরিচিত নামে দলিত।
উন্নতি কল্পে রয়েছে অনেক সংস্থা,
তাদের ভিন্ন পথ ভিন্ন তাদের রাস্তা।
ভেবে চিন্তে দলিতের কর্নধার,
দেখেন শুধু অভাব শিক্ষার।
করতে দলিতদের জাগরণ,
শিক্ষা ছাড়া অন্য কিছু নাহি প্রয়োজন।

বীর সন্তান

প্রনব দাস

মোরা বাংলা মায়ের বীর সন্তান যুদ্ধ জানি ভাই,
সত্যের জন্য জীবন দিতে ভয় করি না তাই।
মায়ের জন্য অস্ত্র ধরি মান বাচাঁতে ভাই।
বাংলার জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত থাকি সর্বদায়।
মোরা বাংলা মায়ের শান্ত ছেলে একটু শান্তি চাই।
তাইতো আশায় বুক বেঁধেছি মানিনা কোন পরাজয়...।

মানুষ

সাইফুল্লাহ

মানুষ তো আর নেইকো মানুষ,
হয়েছে সব অমানুষ,
কেউ কাদেনা কারো দুঃখে,
সবাই সঠিক পেলে ঘুষ।
স্বার্থ বিনা সন্তানেরা,
বাসেনা ভাল মাকে।
নেশার বিষে নীল হয়ে যায়,
মৃত্যু মাতম ডাকে।
রক্ত সম্মান দিয়ে কেনা,
এক টুকরো এই বাংলাদেশ।
স্বার্থানলের পথটি ধরে,
রক্ত বোমায় হয় যে শেষ।
দেখছি আমি, দেখছ তুমি,
দেখছে মানুষ জাতি,
ভাঙ্গা গড়ার খেলায় কেবল,
মনিবের অগ্রগতি।

গাছের চারা

নিত্যানন্দ দাস

নগন্য এই গাছের চারা,
বৃক্ষ হবে কাল,
আকাশ ফুড়ে উঠবে তার গগন জয়ী ডাল।
যতন করে বাঁচাও যদি,
মূল্য পাবে তার।
বিপদ কালে বাঁচবে তুমি,
বিপদ হবে পার।
ফুল দেবে ফল দেবে
শোধন করবে বায়ু।
সুস্থ দেহে বাঁচবে তুমি,
বাড়বে তোমার আয়ু।
রোপন কর গাছের চারা,
আর নয় এখন হেলা।
ধীরে ধীরে বাড়বে গাছ,
লাভ হবে, তাই মেলা।

শিক্ষা

জালাল আহম্মেদ
শিক্ষক, জেয়ালা দলিত স্কুল

দলিত স্কুলের ছাত্র ছাত্রী মোরা
আছি যত জন,
পড়াশুনা করবো মোরা
দিয়ে পুরো মন।
হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান
জাতি ভেদাভেদ ভুলে
শিক্ষা গ্রহন করব মোরা
পরস্পরে মিলে।
দুঃখ কষ্ট দেবনা মোরা
ধনী গরিব কাউকে,
একই মায়ের সন্তান মোরা
বলবে সর্বলোকে ।
শিক্ষা মোদের আলোক প্রদীপ
জেনে রেখ সবাই,
শিক্ষা দিয়ে জীবন গড়ি
শিক্ষার বিকল্প নাই।।

সমাজ সমস্যা

প্রনব দাস

বাল্য বিয়ে করে আজ দেশ ধ্বংস হয়,
মা বাবা শোনে না বিয়ে দেবে তাই।
কারন যে যৌতুক পাবে হায়,
আজ সমাজ জানেনা এটা বড় দায়।
আজ সমাজে বার তের এদের বিয়ে দেয়,
কিন্তু এই কথার তো ভিত্তি নাই।
১৮ হইলে মেয়ে ও ২১ হইলে ছেলে নিরাপদ ভাই,
কম হইলে পদক্ষেপ নিবে দলিত তাই।
দলিত চায় শিক্ষা শান্তি প্রগতি ভাই,
সমাজে সব উন্নতি হয়ে ওঠে তাই।
আজ সমাজে টিভি সিডি বহু চালু হায়,
ছোট্ট ছেলে মেয়ে তা ছেড়ে উঠতে না চায়।
কারন এরা নেশায় ভরা কাতর হায়,
মা বাবা সজাগ নেই যে এদের তাই।
এই সমাজে টিভি সিডি বেশী দেখে হায়,
এদের জন্য পদক্ষেপ নিবে দলিত ভাই তাই।
স্বপ্নে দলিতের মত ধরনীর এই বুলি,
ফুটিয়ে তুলুক নব আলখ্য বুলাও রঙিন তুলি।

দলিত এসেছে

প্রিয়াংকা সরকার

দলিত এসে বাংলাদেশে,
বাড়ল শিক্ষার হার।
দলিত এসে গরিব দুঃখীর
বেচে গেল জান।
দলিত শোনে মোদের কথা,
দিচ্ছে মোদের বই খাতা।
দলিত দিল ডীপ কল,
জল খেয়ে হবে বল।
জলে নেই আর্সেনিক আয়রন,
জল খেতে নেই কারো বারন।
দলিত রাখে আমাদের প্রতি দৃষ্টি,
মাসিক মিটিং করে খেতে দেয় মিষ্টি।

এক তোড়া কবিতা/ছড়া

ছুটছে

কৃষ্ণপদ দাস

ছুটছে তো ছুটছে আজীবন ছুটছে,
কিন্তু কার ভাগ্যে কি জুটছে?
ব্যবসায়িরা ছুটছে ব্যবসার ধান্দায়,
রাজনীতিবিদ ছুটছে কোন সে ধান্দায়?
প্রেমিক ছুটছে প্রেমিকার আশায়,
ধান্দাবাজরা ছুটছে কোন সে বিষয়?
গরীব দুঃখীরা ছুটছে পেটের জ্বালায়,
প্যান্ট শার্ট টাইপরা সারা দিন ঘুরছে কোন সে বালাই?
দলিতেরা ছুটছে পেতে তাদের সম্মান,
সমাজপতিরা পেতে চায় আর কত মান?

পতিতালয়ে জন্ম

স্নেহলতা পাইক
শিক্ষিকা, দলিত স্কুল

আমি সুযোগ চাই স্বাধীনতার মত প্রকাশের,
আমি সুযোগ চাই সুন্দর পরিবেশে প্রতিভা বিকাশের।
ডাকো-গো হাত ধরো হে মিতালী বৈষম্য ভুলে,
নিয়ে চলো জ্ঞান সীমানায়
আনন্দ আর গানে,
ভুলবোনা, ভুলবোনা অর্থকামী মাকে,
শেখাও প্রতিবাদ আমাকে।

কৌতুক

১ম বন্ধু : জানিস আমি কোনোদিন বিয়ে করব না।
২য় বন্ধু : আমিও না। এমনকি মরার আগে আমার ছেলেকেও বলে যাব," বাবা তোর বিয়া করার দরকার নেই।"

ডাক্তার : আপনার কি হয়েছে?
রুগী : ডাক্তার সাহেব আমার Mango come হয়েছে।
ডাক্তার : এমন রোগের নাম তো আগে কখনও শুনিনি।
রুগী : বুঝলেন না ডাক্তার সাহেব? আপনার তো দেখছি বিদ্যেবুদ্ধি কম আছে।
ডাক্তার : আপনি কি বলতে চাইছেন?
রুগী : বুঝলেন না, ডাক্তার সাহেব, mango মানে আম, আর come মানে আসা। অর্থাৎ আমার "আমাশা" হয়েছে।

*এক লোক ৫তলা বিল্ডিং এর সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় সিঁড়িতে পা বেঁধে গড়িয়ে নিচে পড়ে গেল। এমন সময় একজন দেখেই তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করল, পড়ে গেছেন নাকি? ভদ্রলোক লজ্জা ঢেকে বললেন, না ভাই। একটা কাজের তাড়া আছে তাই তাড়াতাড়ি নামলাম।

ধাঁধাঁ

দেবাশীষ পাল
ঘোনা, দলিত স্কুল

০১

তিন অক্ষরের নাম তার...
শেষ দু'অক্ষর বাদ দিলে
হ্যাঁ এর বিপরিত শব্দ মেলে।
মাঝের অক্ষর বাদ দিলে,
মানব দেহে মেলে,
শেষের অক্ষর বাদ দিলে,
ডালপালাহীন গাছপালাতে মেলে,
প্রথম অক্ষর বাদ দিলে, লেবুতে মেলে।

০২

তিন অক্ষরের নাম-এতে
পাবে এক বিজ্ঞানীকে,
প্রথম অক্ষর বাদ দিলে,
কাঁটাওয়ালা গাছে মেলে,
শেষ দু'অক্ষর বাদ দিলে
ইয়েস এর বিপরীত মেলে।
বলতো উত্তর কী?

০৩

পাখা নেই, উড়ে বেড়ায়
মুখ নেই গর্জন করে
খাল বিল জলে ভরায়, কে?

অবুঝ শিশু

ছোট গল্প

হান্না সরকার
শিক্ষিকা ,তালা, সাতক্ষীরা

অপুর ঘুম ভাঙ্গে একটু দেরিতে। ঘুম থেকে উঠে দেখে ওদের উঠানে অনেক ভিড়। অনেক লোক ওদের উঠানে দাঁড়িয়ে আছে। আর মাঝখানে সাদা কাপড়ে ঢেকে রাখা একজন মানুষ। মানুষটির পাশে অপুর মা বসে আছে। আর মা অবাক চোখে তাকিয়ে আছে মাদুরের উপরে শুয়ে থাকা লাশের দিকে। অপু তখনো বুঝতে পারে নি। ওটা তারই বাবার লাশ। অপু তার মাকে জিজ্ঞাসা করে, "মা আমাদের বাড়ি এত লোকজন কেন? সাদা কাপড়ের নিচে কে শুয়ে আছে? সবাই কেন এসেছে আমাদের বাড়িতে?" কিন্তু অপুর মা এখনও নিশ্চুপ। পাশ থেকে এক লোক বলল, "অপু, তোর বাবা কে পকিস্তানিরা মেরে ফেলেছে।" অপু ঐ লোকের কথা বিশ্বাস করে না, বুঝতেও চায়না। অপু ওর মাকে আবার জিজ্ঞাসা করে, "মা, বাবা কোথায় গেছে? কখন বাড়িতে ফিরবে? বলনা মা, বাবা কখন বাড়িতে আসবে?" অপুর মনে পড়ে গত রাতে কারা যেন ডাকতে আসেছিল বাবাকে। অপু তার মা কে আবার জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু অপুর মা কোন কথাই বলে না। যেন তিনি বোবা হয়ে গেছেন। বাড়িতে আসা লোকজন বলাবলি করতে থাকে, গতকাল রাতে পাকিস্তানি বাহিনীর কিছু লোক মুক্তি বাহিনির নেতা সালামকে খোঁজ করছিল। গ্রামের মাতব্বর রাজাকার ইউনুছ সালামের বাড়ি দেখিয়ে দেয়। কয়েক জন মিলিটারি এসে অপুর বাবাকে ডেকে নিয়ে যায় পাকিস্তানি ক্যাম্পে। ক্যাম্পেই অপুর বাবাকে নির্মম ভাবে হত্যা করা হয়। ভোর বেলায় অপুর বাবার লাশ রেখে যায় বাড়ির পাশের রাস্তায়। সবাই অপুকে সান্ত্বনা দিতে থাকে। কিন্তু অপু কিছুতেই বিশ্বাস করে না, যে অপুর বাবা এখন মৃত। অপু বাবা কে খুঁজতে একবার রাস্তায় যায়, আবার বাড়িতে আসে। কিন্তু তার বাবা ফিরেনা। অপু পথ চেয়ে বসে থাকে উঠানের উপর, আর ভাবে হয়ত বাবা এখনি বাড়ী ফিরবে।

স্বপ্ন ভাঙ্গার গল্প

ছোট গল্প

প্রিয়া দাস
৯ম শ্রেণি, প্রতাপুর দলিত স্কুল

আমাদের দেশের মেয়েরা এক বৈষম্যপূর্ণ সমাজে জন্মগ্রহন করে। তারা বাড়ির মধ্যে বন্ধ হয়ে থাকে। এদের মধ্যে অনেকেই বিদ্যালয়ের মুখও দেখতে পারেনা। এদের খুব অল্প বয়সেই বিয়ে হয়ে যায়। আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলে বাল্যবিবাহ একটি সাধারন বিষয়।

সাথী বাল্য বিবাহের স্বীকার হয়েছিল। তার বাবা খুব গরীব ছিলেন। তার বাবা চার সন্তানের ভরণপোষণের হাত থেকে রেহাই পেতে জোর করে সাথীর বিয়ে দেন। সাথী যখন ৫ম শ্রেণির ছাত্রী, মাত্র ১২ বছর বয়সে সাথীর বিয়ে হয়ে যায়। সে না বুঝত স্বামী, না বুঝত সংসার। স্বামীর বাড়িতে তাকে রান্না করতে হত, গরু বাছুর দেখাশোনা করতে হত, কাপড় ধোয়া, ধান ভানা এবং আরও অনেক কাজ করতে হত। সাথী ক্রমে লেখাপড়া ভুলে যেতে লাগলো, কেননা স্বামীর সংসারে পড়াশুনা চর্চা করার কোন সুযোগ ছিল না। সাথী মনে মনে স্বপ্ন দেখত আবার সে পড়ালেখা করবে। এক টুকরো খবরের কাগজ কুড়িয়ে পেলে মনটা তার আনন্দে নেচে উঠত। সে খুটে খুটে কাগজ পড়ত। দিন চলে যেতে লাগল, সাথীর স্বপ্ন আর সত্যি হল না। হঠাৎ সাথির স্বামীর চাকরি চলে গেলো। দু'বেলা ঠিকমত খাবার জুটতো না। সাথীর অবস্থা আরও খারাপ হল, যখন সাথি তিন ছেলে মেয়ের মা হল। সাথীকে বাধ্য হয়ে দিন মজুরের কাজ করতে যেতে হত, সাথী মাঠে যেত কাজ করতে। সাথী আয় না করলে স্বামী-সন্তানকে উপোষ থাকতে হত। হঠাৎ এক জ্বরে সাথীর স্বামী মারা গেলে সাথী আসল বিপদে পড়ল। তাকে ভিটে মাটি বেচে রাস্তায় নামতে হল। সাথীকে এখন পরের জমিতে দিনমজুরি করে ছোট্ট সন্তানদের মুখে খাবার তুলে দিতে হয়। মাঝে মাঝে গভীর রাতে ঘুম ভেঙ্গে গেলে ভাবে, যদি সে পড়াশুনো করতে পারত, তার বাল্যবিবাহ না হত তবে তার জীবন কেমন হত???????

টুনটুনি ও বিড়াল

ছোট গল্প

সবুজ দাস
১০ম শ্রেণি, জয়পুর দলিত স্কুল

এক ছিল টুনা আর এক ছিল টুনি। তাদের ছিল ছয় ছানা। একদিন ঝড়ে তার বাসা ভেঙ্গে গেল। এবং ছানা গুলো ভিজে গেলো। ঐ পথ দিয়ে একটা বিড়াল যাচ্ছিল, হঠাত সে ঐ বাচ্চা গুলো দেখতে পেল। বিড়ালটি সেখানে গেলো, দেখতে পেল ছানাগুলো আধমরা। বিড়ালটা ভাবল ছানাগুলো খাওয়া যাক। তখন সে ২টা ছানা খেয়ে ফেলল এবং বাকি ৪টে ছানা সাথে নিয়া গেলো পরে খাবে বলে। মা টুনি তখন তার বন্ধু বককে সব কথা জানাল। বক সব শুনে উড়াল দিল এবং বিড়ালের সামনে এসে পড়ল। তখন বক বলল, " বিড়াল ভাই তুমি ছানাদের খেওনা। আমার গায়ে দেখ কত মাংস আছে, তুমি আমকে খাও, কিন্তু আমাকে খেতে গেলে তোমাকে বড় বড় করে চোখ পাকিয়ে খেতে হবে। বিড়ালতো মহাখুশি। তখন বিড়াল চোখ যেই মোটা করল, অমনি বক তার লম্বা ঠোঁট দিয়ে বিড়াল এর চোখে খোঁচা দিল। বিড়াল যন্ত্রনায় ছটফট করছে। আর বক টোনাটুনির ছানাদের তার মার কাছে ফিরিয়ে দিল।

সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষের জীবন জীবিকা

প্রবন্ধ

গোবিন্দ দাস
সিডিও
মুন্সিগঞ্জ, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা

বেঁচে থাকার জন্য প্রতিটি মানুষকে অর্থ উপার্জন করতে হয়। আর আয় করার জন্য যে পন্থা অবলম্বন করতে হয় তা হল জীবিকা। জীবন ও জীবিকা একটা আর একটার সাথে অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত। এলাকা ভেদে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকার মানুষের জীবন-জীবিকা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। শহরের মানুষের জীবন ও জীবিকা যেমন এক রকম, তেমনি বন সংলগ্ন এলাকার মানুষের জীবন ও জীবিকা অন্যরকম। বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে অবস্থিত পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন। এই বনেই রয়েছে পৃথিবীর ভয়ালতম সুন্দর প্রাণী রয়েল বেঙ্গল টাইগার। এছাড়াও আছে হরিণ, বানর, শুকর, কুমির, সাপসহ বিভিন্ন প্রাণী। আর আছে বিভিন্ন প্রজাতির মুল্যবান বৃক্ষ। ডাঙ্গায় বাঘ, জলে কুমির প্রবাদটি সুন্দরবনের জন্য খুবই প্রযোজ্য। এই বিশাল ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের চারপাশে ও ভিতরে প্রবাহিত হচ্ছে বিভিন্ন নদ নদী ও তার শাখা প্রশাখা । সুন্দরবন প্রাকৃতিক সম্পদের এক পরিপূর্ণ ভান্ডার। এই সম্পদ আহরণের জন্য সুন্দরবন সংলগ্ন এলাকাগুলোতে মানুষ অনেক আগে থেকেই বসবাস করে আসছে। প্রকৃতির এক বৈচিত্রময় স্থান এই সুন্দরবন। এক দিকে সম্পদের প্রাচুর্য্য, অন্য দিকে আছে প্রাকৃতিক বৈরিতা। নদী ভাঙ্গন, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, লবনাক্ততা, অতিবৃষ্টি এ অঞ্চলের মানুষের নিত্য সঙ্গী। এসব কিছু উপেক্ষা করেও তারা এগিয়ে চলে জীবিকার সন্ধানে। ধর্মে তারা বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর হলেও কর্মে তারা এক। অর্থাৎ বনজীবি। এলাকার প্রায় প্রত্যেকটি মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরক্ষভাবে সুন্দরবনের উপর নির্ভরশীল। এ অঞ্চলের মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি সুন্দরবন। এ অঞ্চলের ব্যাবসা বাণিজ্য সবকিছু সুন্দরবন নির্ভর।

কিন্তু প্রকৃতির এই অফুরন্ত সম্পদও যেন দিন দিন কমে আসছে। প্রশাসনের কিছু অসাধু কর্মচারী, স্থানীয় দালাল চক্র, চোরাকারবারি ও ডাকাত দলের মাধ্যমে সুন্দরবনকে ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে এনে দিয়েছে। সুন্দরবন থেকে মাছ, কাঁকড়া, গোলপাতা, মোম, মধু, কাঠ সংগ্রহ করে এতদিন যারা জীবন জীবিকা নির্বাহ করত তাদের জীবনেও নেমে এসেছে ছন্দপতন। কিছু অসাধু চক্রের মাধ্যমে পাচার হয়ে যাচ্ছে এই এলাকার কোটি কোটি টাকার মূল্যবান সব বৃক্ষ ও প্রাণী সম্পদ। যার দায় ভার এসে পড়ে সুন্দরবনের উপর নির্ভরশীল সাধারন মানুষের উপর। আর এই বনাঞ্চলের সবচেয়ে বড় অসহনীয় সমস্যাটি হল ডাকাতের উৎপাত। একে তো জীবন বাজী রেখে যেতে হয় সুন্দরবনে, তার উপর ডাকাত। এ যেন মরার উপর খাঁড়ার ঘাঁ। সুন্দরবনে যেতে হলে যেমন লাগে সরকারী পাস, তেমনি নিতে হয় ডাকাতদের পাস। না হলে জীবনে নেমে আসে সর্বনাশ। মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। শুধু মাত্র ডাকাতদের ভয়ে অনেকেই পুরাতন পেশা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। করছে মানবেতর জীবন যাপন। বন রক্ষায় নিয়োজিত বিভিন্ন বাহিনী মাঝে মাঝে কিছু অভিযান পরিচালনা করলেও সফলতা খুবই কম। ফলে এ এলাকার মানুষ তাদের জীবন জীবিকা ও ভবিষ্যত নিয়ে উদ্বিগ্ন। এই দালাল চক্র ও ডাকাত দল বনের বাঘ, হরিণ মেরে ফেলছে এবং মূল্যবান কাঠ পাচারের ফলে সরকার সম্প্রতি বন সংরক্ষণের কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। মানুষের যত্রতত্র বনে প্রবেশ নিষেধ, গাছ কাটার পাশ, গোলপাতা আহরণ বন্ধ সহ বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। স্থানীয় বনজীবিদের উপর এর প্রভাব পড়ছে। স্থানীয় বনজীবিদের দাবী সরকার-কে বন সংরক্ষণের পাশাপাশি তাদের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের জীবন ও জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে সুন্দরবনকে পর্যটন এলাকা ঘোষনা করে পর্যটনের বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। মাছ ও কাঁকড়া চাষ এ অঞ্চলের একটি সম্ভাবনাময় দিক। তাই যে সকল প্রতিষ্ঠান ও সরকারের যে সকল বিভাগ এর উপর কাজ করে যেমন, মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ, কারখানা/হিমাঘর স্থাপন, কাঁকড়া মোটাতাজাকরন প্রকল্প হাতে নিতে হবে, এলাকাতে ছোট ছোট শিল্প কারখানা স্থাপন করে বিকল্প কর্মসংস্থান এর সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। এ এলাকার মানুষ সবসময়ই প্রাকৃতিক বিভিন্ন দূর্যোগের সাথে লড়াই করে বেঁচে থাকে। তাদের প্রতিনিয়ত ঘূর্নিঝড়, জলচ্ছাস, নদীভাংগন, লবনাক্ততা, অতিবৃষ্টি ইত্যাদির সাথে মোকাবেলা করতে হয়। এগুলোও তাদের জীবিকা ও জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। তাই এই ধরনের প্রাকৃতিক দূর্যোগের হাত থেকে রক্ষা পেতে যথাযথ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা অতীব জরুরী। তাহলেই উন্নত হবে এ অঞ্চলের মানুষের জীবন ও জীবিকা।

নারী শিক্ষা

প্রবন্ধ

বিপাশা বৈরাগী
৯ম শ্রেণি
সেনেরগাতি দলিত স্কুল

বিশ্বের লক্ষ লক্ষ নারী আজও সুযোগ থেকে বঞ্চিত। ফলে সন্তানের প্রথম শিক্ষকই থেকে যাচ্ছে অজ্ঞানতার অন্ধকারে। উন্নত জাতি গঠনে তৈরী হচ্ছে প্রতিবন্ধকতা। সন্তান শিক্ষিত না হলে স্বাভাবিক ভাবেই জাতির ভবিষ্যত অন্ধকার। কেননা আজকের শিশুই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। ফলে একটি দেশের সমাজ, পরিবার সে দেশের উন্নয়ন ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায়, এমনকি ব্যক্তিগত উৎকর্ষতার জন্য নারী শিক্ষা অতীব প্রয়োজন। নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন নারী শিক্ষা সম্পর্কে বলেছেন, নারী শিক্ষা একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের প্রধান উপকরণ সমূহের একটি। তাই আজ সভ্যতা বিকাশে নারী শিক্ষার কোন বিকল্প নাই। নারী জাগরণের অগ্রদুত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন সারা জীবন নারী শিক্ষার জন্য আন্দোলন করে গেছেন। কেননা তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, পুরুষের পাশাপাশি নারীকেও হতে হবে, শিক্ষিত ও স্বাবলম্বী। না হলে বাঙ্গালী পুরুষ একাকী উন্নতির শিখরে পৌঁছাতে পারবে না। বর্তমানে বাংলাদেশে বিভিন্ন চাকরির ক্ষেত্রে নারীদের অগ্রাধীকার দেওয়া হচ্ছে। তাই নারীশিক্ষার ব্যাপারে নারী জাতিকে আরও সচেতন হতে হবে। নারী শিক্ষার ব্যাপক আগ্রগতির জন্য সরকারকে অগ্রনী ভুমিকা পালন করতে হবে এবং অবশ্যই মা, বাবা ও দায়িত্ববান ব্যক্তিগণকে নিজ পরিবারের নারীদের শিক্ষার বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে। আমরা নারী, আমাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। নিজেদের অধিকার নিজেদের আদায় করে নিতে হবে। এভাবে নারীদের স্বাবলম্বী হয়ে গড়ে উঠতে হবে।

জয় হোক মানবতার, জয় হোক দলিতের

প্রবন্ধ

তপন দাস
শিক্ষক, বানরগাতি দলিত স্কুল

" আমাদের বিদ্রোহ- অমানিশা পার হতে আলোকের পথে মুক্তির যাত্রায়; এ পথ আমার বুঝি শেষ হবার নয়।"এই পংক্তি একজন কালো মানুষের স্বাধীনতাকামী এক তফাৎ ঘুচিয়ে সাম্য প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের অন্য নাম। এ লড়াইয়ে নিজেকে উৎসর্গ করে নেলসন ম্যান্ডেলা হয়ে উঠেছেন বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের প্রেরনার প্রতীক, এ কালের মহানায়ক। তার হাত ধরেই স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছিলো দক্ষিন আফ্রিকার সংখ্যা গরিষ্ঠরা। ম্যান্ডেলার ভাষায়, "বর্ণবাদকে আমি ঘৃণা করি, কেননা আমি তাকে বর্বরোচিত মনে করি, সেটা কৃষ্ণাঙ্গ বা শ্বেতাঙ্গ যাদের কাছ থেকেই আসুক।" ম্যান্ডেলা ছিলেন দক্ষিন আফ্রিকার অধিবাসী। সেখানকার মানুষের বিভেদ ছিল সাদা আর কাল মানুষের মধ্যে।

কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশে জঘন্যতম এই প্রথার প্রেক্ষাপট ছিলো ভিন্ন। এখানে স্বার্থান্বেষী এক শ্রেণীর মানুষ নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য সমাজে উচু-নিচু শ্রেণি গঠন করে সমাজের কিছু মানুষকে দাস বানিয়ে রেখেছে। সৃষ্টি করেছে মন গড়া নিয়ম কানুন। যেমন, নিচু শ্রেণির লোকজন উঁচুশ্রেণির লোকদের সাথে মিশতে পারবে না, একসাথে খেতে পারবে না, ব্রাহ্মনরা যা করবেন তা অন্যায় হলেও মেনে নিতে হবে; কোন নিচু শ্রেণির লোক যদি কোন ব্রাহ্মনকে ছুঁয়ে দেয় তবে ঐ ব্রাহ্মণ অপবিত্র হয়ে যাবে। গঙ্গা জলে ঐ ব্রাহ্মণ কে তখন শুদ্ধ হতে হবে। এ কথা যেন শাস্ত্র-এ লেখা আছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে নিচু শ্রেণি কারা ??????????????????

এই নিচু শ্রেণি হচ্ছে; আমাদের মত পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী, যারা সমাজে দলিত নামে পরিচিত। এ সম্প্রদায়ের মধ্যে রয়েছে মুচি, জেলে, নমঃশুদ্র, পাটনি, নিকারী, বেহারা, তাঁতী, মালো, বেদে, বাজনাদার সহ আরও অনেক সম্প্রদায়।

মাঝে মাঝেই পত্রিকার পাতায় দেখা যায় দলিতের উপর অত্যাচারের করুন কাহিনি ও দৃশ্য। আমরা চিরকাল অনেক অন্যায় সহ্য করে আসছি। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গেলে আমাদের নামে থানায় মিথ্যা মামলা করা হয়। প্রাণ নাশের হুমকি দেওয়া হয়। তবু আমরা সব ভুলে ব্রাহ্মন দিয়ে আমাদের পুজা করিয়ে থাকি।

তখন মনে প্রশ্ন জাগে, যে ব্রাহ্মণ আমাদের স্পর্শে অপবিত্র হয়ে যায়, তাদের দিয়ে পুজা দিলে, তারা আমাদের পবিত্র করবে কিভাবে??????????????

ভারতের জাতির পিতা বলা হয় মহাত্মা গান্ধীকে। তিনি আজও সবার কাছে পূজনীয়। গান্ধীজীর একটি বাণী আছে। যা আমাকে অনুপ্রাণিত করে। বাণীটি হল; " যে পরিবর্তন তুমি জগতে দেখতে চাও, তুমি নিজেই সেই পরিবর্তন হও। আর যদি রক্ত দিতে হয়, তবে সেই রক্ত হোক তোমার রক্ত।

কিন্তু গান্ধীজী নিজেই কখনই বর্ণব্যাবস্থার পরিবর্তন দেখতে চাননি। তিনি বলেছিলেন, "I belive that the divisions into Varua is based on birth..... Varua means determination of a man's occupation before birth" আমি বিশ্বাস করি বর্ণভেদ মানুষের জন্মের ওপর নির্ভর করে জন্মের পূর্বেই পেশা নির্ধারণ করে দেওয়াই বর্ণ ব্যবস্থার উদ্দেশ্য।

কংগ্রেস ও গান্ধী অস্পৃশ্যদের প্রতি যে অবিচার করেছিলো, তাদের বিরুদ্ধে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছিলেন বাবা সাহেব ড. ভীমরাও রামজী আম্বেদকর। ১৯৪৮ সালে, তিনি হিন্দুবাদকে তীব্র ভাবে সমালোচনা করেন, তার "দ্য আন্টাচেবলস এ থিসিস অন দ্য অরিজিন্স আন্টাচেব্যলিটি" তে এভাবে ঃ The hindu civilization ..... is a diabolical contrivance to supress and ensolve humanity it's proper name would be infamy. what else can be said of a civilization which has produced a man of people ..... Who are treated as an entity beyond human intercourse whose mere touch is enough to cause pollution???????

"হিন্দু সভ্যতা..হচ্ছে মানবতাকে দমন এবং পরাভূত করতে একটি পৈশাচিক কৌশল। এর প্রকৃত নাম হবে সামাজিক কুখ্যাতি। কাকে সভ্যতা বলে ডাকা যায়? যারা একগাদা মানুষ .....যাদের স্বত্বা মানব সম্পর্কের নিচে গণ্য হয় ও শুধু যাদের ছোঁয়া দূষনের জন্য যথেষ্ট????" ভীমরাও রামজী আম্বেদকর ভারতের গরীব মহর পরিবারে (তখন অস্পৃশ্য জাতি হিসেবে গন্য হত) জন্মগ্রহণ করেন । তিনি সারাটা জীবন সামাজিক বৈষম্যতার, "চতুর্বর্ণ পদ্ধতি" হিন্দু সমাজের চারটি বর্ণ এবং ভারতের অস্পৃশ্য প্রথার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে গেছেন।

বাবা সাহেবের মৃত্যুর পর ৫৯ বছর কেটে গেছে, কিন্তু আমরা কি এখনও এই বর্ণবাদ থেকে মুক্তি পেয়েছি????????? না পাইনি। পেয়েছি শুধু লাঞ্চনা, বঞ্চনা আর ঘৃণা। এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে আমাদের চাই সু শিক্ষা। আমাদের সু শিক্ষিত হতে হবে। আবার পৃথিবীতে উন্নতির জন্য শুধু বিদ্যা ও বুদ্ধি হলেই হয় না, তার জন্য প্রয়োজন সাহসের। সাহস মানুষকে সফলতার দিকে এগিয়ে দেয়। বাঁধা বিপদ, ঝড়, ঘূর্ণি জয় করে সার্থকতার দিকে পৌছবার সোপান হল সাহস। যে ভীরু, সে অসহায়। প্রকৃতি দেবী ভালবাসেন সাহসীকে, তাই সাহসীরা পায় সফলতার জয়মালা। আমি পারব না, আমার দ্বারা হবে না, এ মনোভাব মন থেকে দূর করতে হবে। মানুষের জীবনের সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে বেশিরভাগ মানুষ তাদের মেধা পুরো কাজে না লাগিয়েই মৃত্যুবরণ করে। তারা জানতেও পারেনা মহান কিছু করার শক্তি তাদেরও ছিল। তাই আমাদের সময় থাকতে জেগে উঠতে হবে। বিশ্বকে জানাতে হবে, আমরাও পারি। সর্বোপরি জয় হোক, মানবতার, জয় হোক দলিতের, জয় হক বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের..... ।।

প্রবন্ধ

সমাজ ও শিক্ষা

বিপ্লব মন্ডল
সিডিও, দলিত

অন্ধকারের অমানিশা কেটে যেতেই আলোর ফোয়ারা ফোটে। অন্ধকারকে যদি পর্দার মত ব্যবহার করা হয় তবে কখনো আলোর দিশা খুজে পাওয়া যায় না। কিন্তু আলোর কাজ, সমস্ত অন্ধকারের বেড়াজাল দুর করে পৃথিবীটাকে আলোকিত করা। যদি সমাজটাকে পৃথিবী বানাই, তবে অন্ধকার হল সেই মানুষগুলো যারা সমাজটাকে কুসংস্কারের বেড়াজালে জড়িয়ে রেখেছে। আর শিক্ষা হল সেই আলো যে সমাজের সব অন্ধকার দুর করে সূর্যের মত সমস্ত সমাজটাকে আলোকিত করে। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। যুগ বিবর্তনের ফলে ধীরে ধীরে সমাজের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। আদিম সমাজে মানুষ যখন বিভিন্ন বিপদের সম্মুখীন হতে লাগল তখন থেকেই সমাজের প্রয়োজন বুঝতে লাগল। আর সমাজ বিবর্তনের ফলে মানুষ আজ আদিম সমাজ থেকে ধীরে ধীরে আধুনিক সমাজে প্রবেশ করেছে। সামাজিক এই বিবর্তনের মূলে রয়েছে সভ্যতা, সংস্কৃতি ও শিক্ষা। তবে সভ্যতা ও সংস্কৃতি সমাজকে যতটা পরিবর্তন করতে পেরেছে তার পিছনে সবচেয়ে বড় অবদান হল শিক্ষা। শিক্ষা হল সভ্যতা, সংস্কৃতির চালিকা শক্তি। শিক্ষার দুটি দিক আছে, বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন। শিক্ষার শুধু বাহ্যিক দিকটা মূখ্য নয়, আভ্যন্তরীন শিক্ষাটাই মূখ্য। কারন বাহ্যিক শিক্ষা হল মানুষের পুথিগত বিদ্যার একটা ফল মাত্র, যা নির্ধারিত হয় কিছু কাগজের মাধ্যমে, যাকে আমরা বলি স্বশিক্ষিত। কিন্তু আভ্যন্তরীন শিক্ষার কোন কাগজের সার্টিফিকেট নেই, সেটা হল মানুষের আচার, আচরন, মানবতা, মনুষ্যত্ব, বিবেক; যাকে আমরা বলি সুশিক্ষিত। লেখক প্রমথ চৌধুরী তার বই পড়া প্রবন্ধে লিখেছেন,----- "স্বশিক্ষিত মানেই সুশিক্ষিত নয়"। আর একটা উন্নত সমাজ গঠনে স্বশিক্ষিত শুধু নয় সুশিক্ষিত মানুষ প্রয়োজন। যাদের জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত হবে সমাজ, দুর হবে সমাজের অন্ধকার।

সমাজে বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কার রয়েছে। একটা সমাজকে উন্নতির শিখরে নিতে হলে আগে সেই কুসংস্কারকে দুর করতে হবে। যা শিক্ষা ছাড়া সম্ভব নয়। যদিও আধুনিক যুগে মানুষ শিক্ষা থেকে পিছিয়ে নেই। তথাপি মানুষ স্বশিক্ষিত হচ্ছে কিন্তু সুশিক্ষিত হচ্ছে না। সমাজের এ কুসংস্কার দুর করতে চাই সঠিক শিক্ষা। এ শিক্ষা সে যে কোন স্থান থেকে নিতে পারে। সামান্য একটা পিঁপড়া থেকেও অনেক কিছু শেখার আছে।

এখন আসি আমাদের সমাজে শিক্ষিত কারা???

শিক্ষিত হচ্ছে তারাই যারা সমাজের উচু স্থানে বসে আছে। নীতি নির্ধারণ করছে। তারা যা বলছে আমরা অন্ধভাবে তা মেনে নিচ্ছি। তাদের সেই নিয়ম নীতি না মানলে সমাজ থেকে বহিষ্কার করা হয়। এক শ্রেনীর মানুষ আরেক শ্রেনীর মানুষকে দাবিয়ে রাখার প্রয়াস চালায়। এর ফলে সৃষ্টি হয় শোষক এবং শোষিতের। সমাজে যারা শোষক তারা সমাজের উচ্চ শিখরে অবস্থান করছে। আর শোষিত পড়ে আছে সমাজের নিচু তলায়। এটাই বর্তমান সমাজের চিত্র। যেটা সমাজ ব্যবস্থা হিসাবে প্রচলিত। বিভিন্ন নিয়ম কানুনের বেড়াজাল সৃষ্টি করে নিম্ন স্তরের মানুষকে শিক্ষা থেকে বিচ্যুত করেছে। আর সেই শ্রেনীর মানুষই সমাজের এই উচু নিচু ভেদাভেদ সৃষ্টি করে গেছে, যেখান থেকে আজও আমরা বের হতে পারিনি।

ধিক! এই সমাজ ব্যবস্থাকে।

এই সমাজ ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। আর এখান থেকে বেরিয়ে আসার একমাত্র পথ শিক্ষা, আভ্যন্তরীন এবং বাহ্যিক। তবে আভ্যন্তরীন শিক্ষাটাকে বেশী জাগ্রত করতে হবে। আর সেই আভ্যন্তরীন শিক্ষা জাগাতে হলে বাহ্যিক শিক্ষার প্রয়োজন। তাই বলে বাহ্যিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে শোষক শ্রেনীর দলে গেলে চলবেনা। তাহলে সমাজের উচু নিচু ভেদাভেদের কোন অবসান হবে না। যখন মানুষ তার প্রকৃত শিক্ষাটাকে কাজে লাগাতে পারবে তখনই সমাজের পরিবর্তন আসবে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সমাজ সংস্কারকের জন্ম হয়েছে এবং তারা সমাজ সংস্কার করেছে তাদের সেই আভ্যন্তরীন শিক্ষার দ্বারা। পরিবর্তিত হয়েছে সমাজ। শিখিয়েও গেছে সকলকে সেই শিক্ষায় শিক্ষিত হতে। আবারও শোষকের জন্ম হয়েছে, শোষন করেছে তারা। আমরা কতিপয় মানুষ সেই শিক্ষার পথ অবলম্বন করতে গিয়ে আবার হোচট খেয়ে ফিরে আসতে হয়েছে।

একটা সময় ছিল যখন সাধারন মানুষের শিক্ষার কোন সুযোগ ছিলনা। যেখানে নিচু শ্রেনীর জন্য কোন বিদ্যালয় ছিলনা। সমাজের উচু তলার মানুষেরা শ্রেনী বৈষম্যতা সৃষ্টি করে জাতাজাতির একটা শিকল এটে দিয়েছে। যে বৈষম্যতা আজও সমাজে বিদ্যমান। তবে এই বৈষম্যতা দুর করার জন্য যারা কাজ করেছে তারা সকলের কাছে আজ চির স্মরনীয় বরণীয় হয়ে আছে। যে বৈষম্যতা দুর করার পিছনে একমাত্র শিক্ষাকে ব্যবহার করা হয়েছে। একটা ঘটনার মাধ্যমে তা উল্লেখ করা যাক। আমরা দলিতের অগ্রপথিক হিসেবে বাবা সাহেব আম্বেদকরের কথা জানি, অনেকেই তার জীবনী পড়েছি, জেনেছি। তিনিও সমাজের তথাকথিত নিচু সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। আজ তিনি শিক্ষা ও জ্ঞান বিবেকের দ্বারা সুশিক্ষিত হয়ে, হয়েছেন ভারতের সংবিধান রচয়িতা। দলিত তথা সমাজের নিচু বর্ণের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করে গেছেন। আর একজন মণিষির কথা উল্লেখ না করলেই নয়। যার কারনে শিক্ষার অধিকার পেয়েছে এই নিচু বর্ণের মানুষ। তিনি গোপালগঞ্জের ওড়াকান্দির শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুর। একসময় এদেশে এসেছিলেন অষ্ট্রেলিয়ার এডিল্‌ট শহরের খ্রিষ্টান ধর্মযাজক ও ধর্মপ্রচারক সি,এস মিড সাহেব। তিনি পুর্ববঙ্গে এসেছিলেন খ্রিষ্টান ধর্ম প্রচারের জন্য। তিনি এসে দেখলেন যে এদেশের সেই অসংখ্য দলিত পতিত নিচু বর্ণের মানুষের নেতা গুরুচাঁদ ঠাকুর। মিড সাহেব ভাবলেন যদি গুরুচাঁদকে খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করানো যায় তবে তার অসংখ্য অনুসারীদেরও খ্রিষ্টান বানানো যাবে। যখন তিনি এই প্রস্তাব গুরুচাঁদকে দিলেন তখন গুরুচাঁদ বললেন খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করিয়ে কি লাভ হবে, যদি এ জাতির কোন শিক্ষা না থাকে? আগে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করুন তারপর দেখা যাবে। ঘটনাক্রমে শেষপর্যন্ত মিড গুরুচাঁদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং মিডের সহায়তায় এদেশে ১৪০০এরও বেশী বিদ্যালয় স্থাপন করেন, এই নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর জন্য। যা একটি বিরল ঘটনা। কারন এখনও পর্যন্ত কোন সমাজ সংস্কারক শিক্ষা বিস্তারে এত বিদ্যালয় স্থাপন করেননি। আজ আমরা যারা নিচু সম্প্রদায়ভুক্ত, তাদের শিক্ষার অধিকার এনে দিয়েছে ঠাকুর গুরুচাঁদ। কারন তিনি এটা ভালভাবে জানতেন শিক্ষা ছাড়া জাতির কোন উন্নতি সম্ভব নয়। আর তাই আমরা আজ শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়ে সমাজে মাথা উচু করে দাড়াতে পারছি, কথা বলতে পারছি। এজন্য যত সমাজ সংস্কারক এসেছে তারা শিক্ষাকে আর সব কিছুর চেয়ে বেশী প্রাধান্য দিয়েছে। সমাজটাকে পরিবর্তন করতে হলে, নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হলে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে নতুন বৈষম্যহীন সমাজ গড়তে শিক্ষাকেই অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। একটি সুশিক্ষিত জনগোষ্ঠীই গড়তে পারে একটি ভেদাভেদহীন, বৈষম্যহীন, সুখী সমৃদ্ধ সমাজ।

বাল্যবিবাহের প্রতিকার

আসমা খাতুন
১০ম শ্রেণি
টিটা মোমিনপুর দলিত স্কুল

[মা ও মেয়ের কথপোকথন]

বালিকা : মা আমি অনেক লেখাপড়া শিখে সমাজে শিক্ষার আলো ছড়াতে চাই। বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে মানুষকে সচেতন করতে চাই।

মা : লেখাপড়ার জন্য অনেক টাকার দরকার। এত টাকা কোথায় পাবি বল? তোর বাবা বেঁচে থাকলে তো চিন্তা ছিল না।

বালিকা : ও মা; তোমার ঐ চিন্তা করতে হবে না। আমাদের পাশে দলিত সংস্থা আছে। আমি যে দলিত স্কুলে লেখাপড়া করি, ঐ স্কুল থেকেই গরীব ছাত্রছাত্রীদের অনেক সহযোগিতা দেয়া হয়। যেমন, বই, খাতা, কলম, উপবৃত্তি, ইত্যাদি।

মা : তা হলে তো আমার মেয়ে শিক্ষিত হবে সমাজ থেকে কুসংস্কার দূর করবে। তুই দলিত স্কুলে গিয়ে ভালভাবে লেখাপড়া কর।

[পান খেতে খেতে ও সিগারেট হাতে বখাটে যুবকের আগমন]

যুবক : ও শাশুড়ী আম্মা, পরীর মতো মেয়েকে এত পড়শুনা করাতে নাই। সমাজে নিন্দা হয়। তার চেয়ে আমার সাথে বিয়া দিয়ে দেন, ঝামেলা শেষ।

মা : আমার মেয়ে কেবল ৫ম শ্রেণিতে পড়ে। ওকে আমি বিয়া দেব না। আর তুই ত একটা মূর্খ-বখাটে ছেলে। তোর সাথে আমার মেয়ের বিয়া দেবনা।

ছেলে : হেঃ হেঃ আমার সাথে বিয়া দিলে আপনার মেয়ের বাল্যতা কেটে যাবে। শুনে রাখ, আগামি ১৬ই নভেম্বর শুক্রবার আমি তোর মেয়েকে বিয়া করতে আসবো।

মা : তোর আশা কোন দিনও পুরন হবেনা শয়তান। আমার জীবন থাকতে আমি আমার মেয়েকে কোন বখাটে ছেলের হাতে তুলে দেবনা।

ছেলে : দেখি তোর কোন বাপ বিয়া ঠেকায়????? কে বাঁধা দেয় আমার বিয়েতে।

মা : তোর হুমকির কথা আমি দলিত স্কুল এ জানাব।

ছেলে : যাঃ যাঃ।। তুই তোর দলিত বাপকে নিয়া আয় দেখি আমার কি করে?

মা : (মনে মনে) আজই আমি দলিত স্কুলের মাড্যামের সাথে কথা বলবো। [প্রস্থান]

মা : ম্যাডাম, আমার মেয়ে রুপা, আপনার স্কুলে ৫ম শ্রেনিতে পড়ে। ওকে আমি শিক্ষিত করে মানুষের মত মানুষ করতে চাই। কিন্তু আমাদের পাড়ার বখাটে এক ছেলে রুপাকে জোর করে বিয়া করার হুমকি দিছে। আগামি শুক্রবার সে রুপাকে বিয়া করতে আসবে। আমার খুব ভয় করছে ম্যাডাম ।

ম্যাডাম : আপনার কথা শুনলাম। কোনো চিন্তা করবেন না। আপনি নিশ্চিন্তে বাড়ি যান।

[বখাটে ছেলেটি বর সেজে , কাজি, বন্ধু-বান্ধব নিয়া কনের বাড়িতে প্রবেশ]

ছেলে : আজ ১৬ তারিখ। আমি তোমারে বিয়া করতে আইছি। দেখতো আমাকে কেমন লাগছে? আমার পাশে বউ সেজে বসলে তোমাকে আরও ভাল লাগবে। কি গো আম্মিজান কি কন?

মা : হ্যাঁ বাবা। তোমরা একটু বস। তোমাদের আপ্যায়ন করতে মেহমান দাওয়াত দিছি তো, তাই একটু দেরি হচ্ছে।

[দলিতের ম্যাডাম ও পুলিশের প্রবেশ]

ম্যাডাম : ঐ যে বখাটে ছেলেদের দল। দারগা সাহেব, ওদের ধরে থানায় নিয়ে যান ।

দারোগা : সিপাহী, "সবকয়টা বজ্জাতকে থানায় নিয়ে যাও।"

সিপাহী : বিয়া করবা ?? চলো বিয়া না করেই শ্বশুর বাড়ি ঘুরিয়ে নিয়া আসি। [মারতে মারতে]

ছেলে : ও মা গো, ও বাবা গো। আর মারবেন না স্যার। আমি আর এ জন্মে বিয়া করবো না। ও রুপা তুই আমার বোন। মাফ কইরা দে। আমারে ছেড়ে দিন স্যার, আমি আর এ জন্মে বিয়া করবো না।

মা : ম্যাডাম, আজ আপনার জন্য আমার মেয়ে নতুন জীবন পেলো। আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।

ম্যাডাম : আপনার মত যদি সব মা বাবা সচেতন হত, তবে সমাজ থেকে বাল্যবিবাহ দূর করা যেত। বাল্য বিবাহের শিকার হয়ে আর কোন মেয়ের পড়াশুনা বন্ধ হত না। অকালে সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে আর কোন মেয়ে মারা যেত না। তাই আসুন আমরা শপথ করি, আমরা বাল্য বিয়ে প্রতিরোধ করব।

১৯৯৮ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত ছাত্র/ছাত্রীর তথ্য

প্রাথমিক পর্যায়

সাল	স্কুল সংখ্যা	শিশু	প্রথম	দ্বিতীয়	তৃতীয়	চতুর্থ	পঞ্চম
১৯৯৮	১	২৫	১৫	১১	১৩	১২	১৩
১৯৯৯	৩	৬০	৩২	২১	১৬	১৩	০৯
২০০০	৫	৭৫	৫৫	৩০	২৫	২২	১৯
২০০১	২৩	১৯৩	১২৭	৭৪	৬৬	৬৫	৬৭
২০০২	২৩	২১২	১৫৬	৯২	১০০	৭৮	৭৯
২০০৩	২৩	২৩৫	১৮৪	১৩৫	১৪৯	১৫২	১২৮
২০০৪	২৭	২৫৫	২৫০	১৫৯	১৪২	১৩৫	১৪৩
২০০৫	৫৩	২৮৭	৩৪২	১৪৯	১৪৯	১৪৭	১৩৬
২০০৬	৫৪	২৯৮	৩৮৭	৩০৫	২৯১	৩২৭	৩১৩
২০০৭	৫৪	৩১৯	৩৬৪	৩১২	২৬৭	২৭৮	২৬৭
২০০৮	৫৪	৩৩৯	৪১৭	৩৮৫	৩৩৪	৩১৫	২৯৭
২০০৯	৫৭	৩৬৪	৩৯৭	৩৫৪	৩১৪	২৮৪	২৯৮
২০১০	৫৭	৩৮৩	৩৮২	৩২০	২৯৬	৩১১	৩২৫
২০১১	৬০	৪৫৫	৩৭১	২৯৫	২৬৩	২৭৬	২৬৭
২০১২	৬০	৪৫২	৬৮১	৬২৩	৫৮৭	৫৩৫	৫২১
২০১৩	৬৩	৫২১	৫৮১	৫৩৩	৪৯৮	৪৭৩	৪৫৭
২০১৪	৬৪	৫৬৭	৬৬৩	৬২১	৫৭৭	৫৬৮	৫২৬
২০১৫	৬৪	৫৯৭	৭৬২	৬৮৭	৬৩১	৬১৩	৫৮৭

মাধ্যমিক পর্যায়

সাল	স্কুল সংখ্যা	ষষ্ঠ	সপ্তম	অষ্টম	নবম	দশম	এস,এস,সি	এইচ,এস,সি	পলিটেকনিক	প্যারা মেডিকেল	নার্সিং	ডিগ্রী	অনার্স	পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৯৮	১	১৩	৭	৯	৭	২	১	১	০	০	০	০	০	০
১৯৯৯	৩	১৮	১৩	৭	৯	৭	২	১	০	০	০	০	০	০
২০০০	৫	২৬	১৮	১৩	৭	৯	৭	২	০	০	০	০	০	০
২০০১	২৩	৬৫	৪৮	৪৫	২৮	১৫	১২	৭	০	০	০	০	০	০
২০০২	২৩	৬৪	৬৪	৫৩	৩৩	২১	১৭	৯	০	০	০	০	০	০
২০০৩	২৩	১৩৪	১৩৪	১০৭	৬৬	৩৬	২৫	১৪	০	০	০	০	০	০
২০০৪	২৭	১৫৫	১৫৫	১২৩	৯৫	৭৮	৬৯	৪৩	০	০	০	০	৫	০
২০০৫	৫৩	১৩২	১৩২	১০৬	১০৭	৭৫	৬৭	৩৯	০	০	০	১৬	৭	১
২০০৬	৫৪	২৮৭	২৮৭	২৪৩	১৬৫	৯৩	৭৮	৫৬	০	০	২	১৬	১১	২
২০০৭	৫৪	২৭৫	২৭৫	২৪৭	১৮৩	১০৫	৯২	৬১	০	০	৩	১৪	১২	১
২০০৮	৫৪	২৭৬	২৭৬	২৫৪	১৭৮	৯৪	৮১	৫৩	১৪	২	৬	১৪	১৬	২
২০০৯	৫৭	৩১০	৩১০	২৬৭	১৫৬	৯৮	৭৬	৪৯	১৯	০	৬	২৫	২০	১
২০১০	৫৭	২৮৯	২৮৯	২৩৪	১৩৫	১৩০	৯৫	৬০	২৬	০	৮	৩৫	২২	১
২০১১	৬০	২৭০	২৭০	২৫২	১৪৫	১৪৭	১২৪	৭১	৩৭	০	১০	৭০	২৭	১
২০১২	৬০	২০৮	১৯৫	১৮৩	২০৫	১৩৭	১২৯	৫৪	৪৪	০	১০	৫২	৩০	৩
২০১৩	৬৩	৪৬৫	৪৬৫	৪০৫	১৬৭	১২২	১২০	৮৫	৫৫	০	১৬	৫৭	৩৯	৫
২০১৪	৬৪	৫২৩	৫২৩	৪৮৩	১৩৭	১৩০	১১৭	৯৯	৬৫	০	১৯	৭৫	৪৪	৩
২০১৫	৬৪	৫৫৯	২৭৫	২৩৯	১৪৭	১৩৪	১২২	১১২	৭৭	২	২৩	৯২	৪৭	৯

দলিত স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের বোর্ড পরীক্ষা ফলাফল সংক্রান্ত তথ্য

সাল	পি,এস,সি			জে,এস,সি			এস,এস,সি			এইচ,এস,সি		
	অংশগ্রহণ	পাশ	ফেল	অংশগ্রহণ	পাশ	ফেল	অংশগ্রহণ	পাশ	ফেল	অংশগ্রহণ	পাশ	ফেল
২০১৫	৫৮৭	৫৮৭	০০	২৩৯	২৩৮	১	১৪৭	১২২	২৫	১৪৫	১১২	৩৩
২০১৪	৫২৬	৫১৩	১৩	২০২	১৯৫	৭	১৫২	১১৭	৩৫	১৫৮	৯৯	৫৯
২০১৩	৪৫৭	৪৩৮	১৯	১৪৭	১৩৫	১২	১৫৯	১২০	৩৯	১৬৫	৮৫	৮০
২০১২	৫২১	৪৯৮	২৩	১৮৩	১৬১	২২	১৬৭	১২৯	৩৮	১০৫	৫৪	৫১
২০১১	২৬৭	২৪৭	২০	২৫২	২২৪	২৮	১৫৫	১২৪	৩১	১৩৬	৭১	৬৫

পলিটেকনিক ও উচ্চ শিক্ষায় অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের তথ্য

উচ্চ শিক্ষায় অধ্যয়নরত দলিতের সাহায্যপ্রাপ্ত ছাত্রীবৃন্দ

উচ্চ শিক্ষায় অধ্যয়নরত দলিতের সাহায্যপ্রাপ্ত ছাত্রবৃন্দ

এইচ,এস,সি	ডিগ্রি	অনার্স	মাষ্টার্স	প্যারামেডিকেল	পলিটেকনিক/নার্সিং ডিপ্লোমা
২৩৭	১৬১	১৪৭	৭	৪	৭৭

চাকুরীজিবীদের তথ্য

ক্র: নং	পেশা	সংখ্যা	ক্র: নং	পেশা	সংখ্যা
১.	পুলিশ	১০	৮.	এন,জি,ও কর্মী	৪১
২.	ফায়ার সার্ভিস	১	৯.	সরকারি চাকুরী	১৬
৩.	আনসার ব্যাটেলিয়ান	২	১০.	কোম্পানী	১২
৪.	বিজিবি	৪	১১.	ব্যাংকার	৪
৫.	এয়ার ক্রাফ্‌ট	১	১২.	ক্ষুদ্র ব্যবসা	৩৪
৬.	সেনাবাহিনী	৪	১২.	গার্মেন্টস	২
৭.	এ্যাডভোকেট	২	১৩.	বিএসসি ও ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার	২৭

শিক্ষা কার্যক্রমের তথ্যচিত্র

বানিয়াশান্তা ব্রোথেলের শিশুরা দলিতের সহযোগিতায় পড়াশুনা করছে

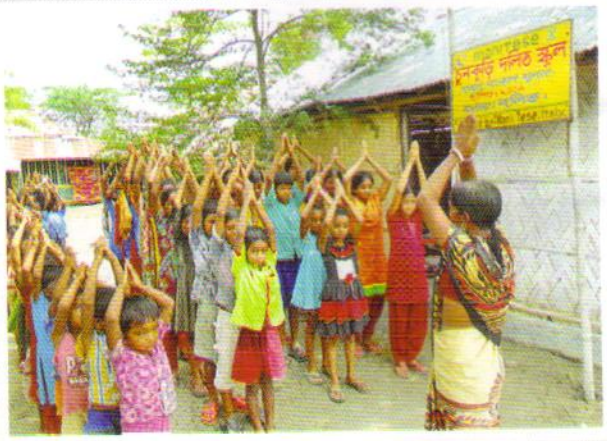

চুনকুঁড়ি দলিত স্কুলে পিটিরত ছাত্র-ছাত্রী

মধুগ্রাম দলিত স্কুল

কাটাখালী দলিত স্কুল, যাযাবর (বেদে পল্লী)

বাঁশবাড়িয়া দলিত স্কুল

বুড়ুলিয়া দলিত স্কুল

শিক্ষা কার্যক্রমের তথ্যচিত্র

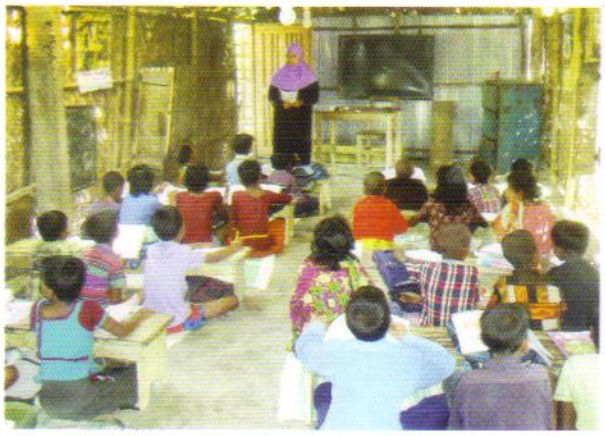

সারুটিয়া দলিত স্কুল

সাহস নোয়াকাটি দলিত স্কুলে পরীক্ষারত শিক্ষার্থী

জাহানপুর দলিত স্কুলের পার্ট টাইম ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ

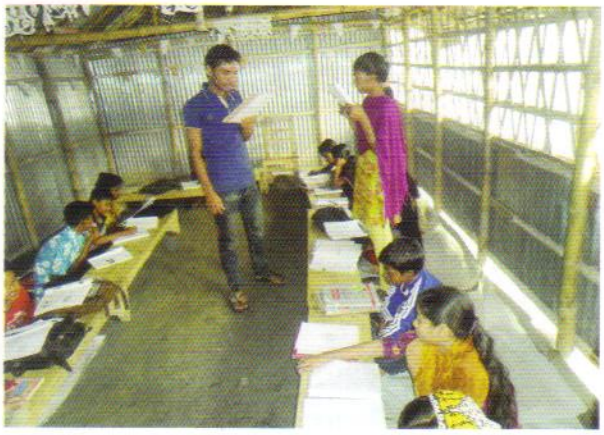

মহেশ্বরপাশা দলিত স্কুল

দলিতের আয়োজনে পথ নাটক প্রদর্শন

চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা'১৫ এর পুরস্কার প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ

শিক্ষা উপকরন বিতরণ

দলিত ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার সুবিধার্থে প্রতিমাসে শিক্ষা উপকরন (বড় গণিত খাতা, ছোট গণিত খাতা, বাংলা খাতা, ইংরেজী খাতা, কলম, স্কেল, পেন্সিল, চক, রং পেন্সিল, কাটার, রাবার ইত্যাদি) বিতরণ করে থাকে।

মজিদপুর দলিত স্কুলে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ

প্রতাপপুর দলিত স্কুলে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ

গ্রামার বই ও টেষ্ট পেপার প্রদান

দলিত স্কুল পর্যায়ে ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেনীর ছাত্র-ছাত্রীদের গ্রামার বই ও ১০ম শ্রেনীর ছাত্র-ছাত্রীদের টেষ্ট পেপার প্রদান করে থাকে

মজিদপুর দলিত স্কুলে গ্রামার বই বিতরণ করছেন দলিত শিক্ষা কর্মকর্তা
মিসেস ধরা দেবী দাস

শোলগাতিয়া দলিত স্কুলে গ্রামার বই বিতরণ করছেন দলিত শিক্ষা কর্মকর্তা
মিসেস ধরা দেবী দাস

উপবৃত্তি প্রদান সংক্রান্ত তথ্য

দলিত ৪র্থ থেকে ১০ম শ্রেনীর ছাত্রছাত্রীদেরকে বছরে দুইবার মাসিক হারে উপবৃত্তি প্রদান করে থাকে

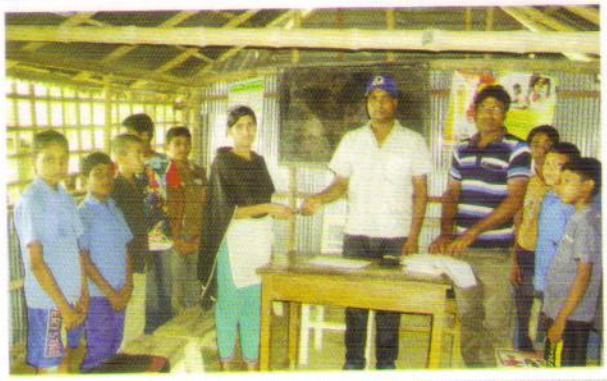

মজিদপুর দলিত স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে

মহেশ্বরপাশা দলিত স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে

চিকিৎসা সহায়তা প্রদান

দলিত স্কুলের অন্তর্ভুক্ত ছাত্রছাত্রীরা শারিরীকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লে বা অপারেশনের প্রয়োজন পড়লে তাদেরকে দলিত শিক্ষা প্রকল্প থেকে চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করে থাকে।

সাহস নোয়াকাটি দলিত স্কুলের ছাত্রীকে চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করছে দলিত শিক্ষা কর্মকর্তা

চিংড়া দলিত স্কুলের ছাত্রী চিকিৎসা সহায়তা গ্রহণ করছে

মধুগ্রাম দলিত স্কুলের ছাত্রী ফারহানা খাতুনকে চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে

শোলগাতিয়া দলিত স্কুলের ছাত্রী দেবী দাসকে চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছাত্রীদের মাসিক উপবৃত্তি প্রদান

প্রোগ্রামসমূহ

দলিত জনগোষ্ঠীর আওতাভুক্ত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত দরিদ্র ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রতি মাসে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়

ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান করছে প্রধান অতিথি জনাব শরীফ নজরুল ইসলাম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মণিরামপুর, যশোর

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছাত্রীদের মাসিক উপবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন জনাব রমেন বৈরাগী- বিশপ, ধর্মপ্রদেশ, খুলনা।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছাত্রদের মাসিক উপবৃত্তি প্রদান

দলিত জনগোষ্ঠীর আওতাভুক্ত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত দরিদ্র ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রতি মাসে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছাত্রদের মাসিক সভায় বক্তব্য রাখছে একজন ছাত্র

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছাত্রদের উপবৃত্তি প্রদান করছেন দলিত শিক্ষা কর্মকর্তা

এস.এস.সি পাশকৃত দলিত ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা ও দিক নির্দেশনামূলক সেমিনার

দলিত শিক্ষা প্রকল্পের আওতায় প্রতি বছর এস,এস,সি পাশকৃত দলিত ছাত্রছাত্রীদের দিক নির্দেশনামূলক সেমিনারের মাধ্যমে সংবর্ধনা প্রদান করে। এবং এ প্রোগ্রামের মাধ্যমে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ পুরস্কার প্রদান করা হয় ।

২০১৫ সালের এস,এস,সি পাশকৃত ছাত্রছাত্রীদের একাংশ

প্রধান অতিথি এ,ডি,সি জনাব সাখওয়াত হোসেনের কাছ থেকে উপহার গ্রহণ করছে, জিপিএ-৫ প্রাপ্ত একজন ছাত্রী

এইচ,এস,সি পাশকৃত দলিত ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা ও দিক নির্দেশনামূলক সেমিনার

দলিত শিক্ষা প্রকল্পের আওতায় প্রতি বছর এইচ,এস,সি পাশকৃত দলিত ছাত্রছাত্রীদের দিক নির্দেশনামূলক সেমিনারের মাধ্যমে সংবর্ধনা প্রদান করে। এবং এ প্রোগ্রামের মাধ্যমে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ পুরস্কার প্রদান করে থাকে।

২০১৫ সালের এইচ,এস,সি পাশকৃত ছাত্রছাত্রীদের একাংশ

এইচ,এস,সি পাশকৃত দলিত ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে দিক নির্দেশনামূলক সেমিনারের অংশ বিশেষ

শিক্ষকদের দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ

দলিত স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকাদের দক্ষতা বৃদ্ধি, পাঠদান কৌশল, স্কুলের ব্যবহৃত খাতাপত্রের ব্যবহার, রিপোর্ট ও ডকুমেন্টারী, সভা/ সেমিনার পরিচালনা সহ স্কুল পরিচালনার বিষয়সহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রতি বছর দলিত স্কুলের শিক্ষকদের দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

শিক্ষক প্রশিক্ষণে বক্তব্য প্রদান করছেন প্রধান অতিথি জনাব মোহাম্মদ সামছুদ্দৌজা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ডুমুরিয়া, খুলনা

তিন দিন ব্যাপী শিক্ষক প্রশিক্ষণের পর দলিত-এর কর্মকর্তাসহ শিক্ষকবৃন্দ

শিক্ষক প্রশিক্ষণে, খুলনা বিভাগীয় পাসপোর্ট অফিসের সহকারী উপ পরিচালক-এর নিকট থেকে ব্যাগ গ্রহণ করছে দলিত স্কুলের শিক্ষিকা

শিক্ষক/শিক্ষিকা মাসিক সভা (ফুল টাইম + পার্ট টাইম)

প্রতি মাসে ফুল টাইম ও পার্ট টাইম শিক্ষক/শিক্ষিকাদের নিয়ে মাসিক শিক্ষক সভার আয়োজন করা হয়। এখানে শিক্ষকদের বিভিন্ন সুবিধা অসুবিধা, কাজের জবাবদিহিতা, প্রতিবেদনসহ মাঠ পর্যায়ে কাজের জন্য বিভিন্ন দিক নির্দেশনামূলক আলোচনা ও বেতন ভাতাদি প্রদান করা হয়।

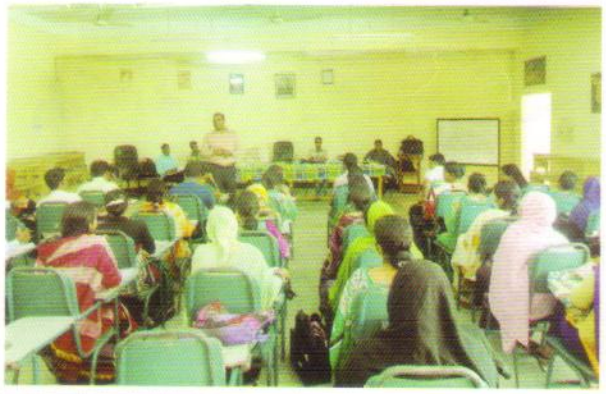

ফুলটাইম শিক্ষক সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন দলিত-এর সম্বয়কারী মিঃ নিতাই চন্দ্র দাস

ফুলটাইম শিক্ষক সভায় ক্লাশ পরিচালনার দৃশ্য

পার্ট-টাইম শিক্ষক সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন দলিত-এর শিক্ষা কর্মকর্তা মিসেস ধরা দেবী দাস

পার্ট-টাইম শিক্ষক সভায় ক্লাশ পরিচালনার দৃশ্য

চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগীতা

দলিত ছাত্রছাত্রীদের প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে প্রতি বছর "দলিত স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগীতা"-এর আয়োজন করে। প্রতিযোগীতায় বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়।

ছবি আঁকছে কাটাখালী দলিত স্কুলের যাযাবর জনগোষ্ঠীর ছাত্র-ছাত্রী

পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খুলনা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা জনাব মোঃ আবুল আলম এবং জেলা সমাজসেবা সহকারি পরিচালক জনাব দেলোয়ার হোসেন

ছবি আকাঁয় রত মুন্সীগঞ্জ দলিত স্কুলের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতা

দলিত স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে "দলিত স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতা-২০১৫"-এর আয়োজন করা হয়। এ প্রতিযোগীতায় নাচ, গান ও একক অভিনয় বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীগণ অংশগ্রহণ করে।

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন মনিরামপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মোঃ কামরুল হাসান

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতা'১৫ তে নৃত্যরত দলিত শিক্ষার্থী

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতা'১৫ তে নৃত্যরত দলিত শিক্ষার্থী

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতা'১৫ তে সঙ্গীত পরিবেশন করছে দলিত শিক্ষার্থী

এস.এস.সি. পরীক্ষার্থীদের ফরম পূরণের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান ও দিক নির্দেশনামূলক সেমিনার

দলিত স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন সহযোগীতা প্রদানের পাশাপাশি প্রতি বছর এসএসসি পরীক্ষার্থীদের সহযোগীতার জন্য দিক নির্দেশনামূলক সেমিনারের মাধ্যমে এসএসসি ফরম পূরনের জন্য অর্থ প্রদান করে থাকে।

এসএসসি ফরম পূরণের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ডুমুরিয়া উপজেলার মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জনাব শেখ ফিরোজ আহমেদ

এসএসসি ফরম পূরণের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করছেন প্রধান অতিথি ডুমুরিয়া উপজেলার মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জনাব শেখ ফিরোজ আহমেদ

দলিত স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির বার্ষিক সমন্বয় সভা

দলিত সংস্থা ১৯৯৮ সাল থেকে দক্ষিন পশ্চিমাঞ্চলের পিছিয়ে পড়া দলিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীদের উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। স্কুল ও স্কুল এলাকার বিভিন্ন সমস্যা সমাধান ও এলাকার উন্নয়নের জন্য প্রত্যেক স্কুলে দলিত স্কুল পরিচালনা কমিটি গঠন করা হয়। তাদের নিয়ে প্রতি বছর বার্ষিক সমন্বয় সভার আয়োজন করা হয়।

দলিত স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির বার্ষিক সমন্বয় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করছেন খুলনা জেলা সমাজসেবা উপ-পরিচালক জনাব শেখ আব্দুল হামিদ

দলিত স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির বার্ষিক সমন্বয় সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন দলিত শিক্ষা কর্মকর্তা মিসেস ধরা দেবী দাস

বাল্যাবিবাহ রোধ কল্পে মত বিনিময় সভা

দলিত, বাল্যবিবাহ রোধকল্পে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিবছর বিভিন্ন উপজেলায়, উপজেলা ও স্থানীয় প্রশাসনের সমন্বয়ে মত বিনিময় সভার আয়োজন করে থাকে। এই মত বিনিময় সভায়, উপজেলার বিভিন্ন কর্মকর্তা, স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধি, কাজী, পুরোহিত, সাংবাদিক এবং সুশীল সমাজের ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ থাকে।

কেশবপুর উপজেলায় বাল্যবিবাহ রোধ কল্পে মত বিনিময় সভা

মণিরামপুর উপজেলায় বাল্যবিবাহ রোধ কল্পে মত বিনিময় সভা

মাসিক অভিভাবক সভা ও উঠান বৈঠক

প্রতিটি দলিত স্কুলে ও দলিত কর্মএলাকায় প্রতিমাসে একবার অভিভাবকদের নিয়ে মাসিক অভিভাবক সভা ও উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সভায় স্কুলের, ছাত্রছাত্রীদের সুবিধা অসুবিধা, সামাজিক ও স্বাস্থ্য সচেতনতা, বাল্যবিবাহের কুফল, পরিবেশের পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

ধর্মপুর দলিত স্কুলে মাসিক অভিভাবক সভা

মুন্সিগঞ্জে উঠান বৈঠক সভায় দলিত-এর সিডিও গোবিন্দ দাস

জাহানপুর দলিত স্কুলে মাসিক অভিভাবক সভা

জেয়ালা নলতা দলিত স্কুলে মাসিক অভিভাবক সভায় বক্তব্য রাখছেন ইউপি চেয়ারম্যান জনাব নজরুল ইসলাম

আন্তর্জাতিক শিশু দিবস

শিশু অধিকার রক্ষা, শিশু শিক্ষা থেকে ঝরে যাওয়া রোধ, শিশু শিক্ষার উপযোগী পরিবেশ ও শিশু শ্রম বন্ধ বিষয় সমুহের উপর আলোকপাত করে প্রতি বছর দলিত সংস্থা বিভিন্ন উপজেলায় আন্তর্জাতিক শিশু দিবস উদ্‌যাপন করে থাকে।

আন্তর্জাতিক শিশু দিবস-২০১৫ এর র‍্যালী

আন্তর্জাতিক শিশু দিবস-২০১৫ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন তালা উপজেলা চেয়ারম্যান বাবু ঘোষ সনৎ কুমার।

আন্তর্জাতিক বর্ণ বৈষম্য বিলোপ দিবস

"বর্ণবাদ নিপাত যাক, মানবতা মুক্তি পাক" এই স্লোগানকে সামনে রেখে দলিত সংস্থা প্রতিবছর দলিত জনগোষ্ঠী তথা সমাজে যারা পিছিয়ে পড়া মানুষ বলে পরিচিত তাদের সাথে সমাজের অন্যান্য সম্প্রদায়ের বৈষম্য দূর ও পারস্পারিক সম্প্রিতির লক্ষ্যে **আন্তর্জতিক বর্ণবৈষম্য বিলোপ দিবস** উদ্‌যাপন করে থাকে।

শ্যামনগর উপজেলায় আন্তর্জতিক বর্ণবৈষম্য বিলোপ দিবস-২০১৫ উপলক্ষ্যে র‍্যালী

শ্যামনগর উপজেলায় আন্তর্জতিক বর্ণবৈষম্য বিলোপ দিবস-২০১৫ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা

বার্ষিক অভিভাবক সমাবেশ

দলিত স্কুলগুলোতে প্রতি বছর বার্ষিক অভিভাবক সমাবেশ ও ক্রীড়া প্রতিযোগীতা আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা, কৃতি ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণসহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অভিভাবকদের ও ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয় ও বিভিন্ন সচেতনতামূলক আলোচনা করা হয়।

চিনাটোলা দলিত স্কুলে বার্ষিক অভিভাবক সমাবেশ

ঘোনা দলিত স্কুলে বার্ষিক অভিভাবক সমাবেশে পুরস্কার বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করছেন উপজেলা চেয়ারম্যান বাবু ঘোষ সনৎ কুমার

ফকিরহাট পিলজঙ্গ ইউনিয়নের ইউপি সদস্য পূর্ণিমা রানী দে-র কাছ থেকে পুরস্কার নিচ্ছে কাটাখালী দলিত স্কুলের একজন ছাত্রী

দলিত শিক্ষা কর্মকতার কাছ থেকে পুরস্কার নিচ্ছে মধুগ্রাম দলিত স্কুলের বার্ষিক অভিভাবক সমাবেশে একজন বিজয়ী শিক্ষার্থী

মা বাবার স্বপ্ন পুরন করল নিহার দাস

নিহার দাস

খুলনা জেলার ডুমুরিয়া থানার মধুগ্রাম গ্রামের ছেলে ছিল নিহার দাস। তার বাবার নাম নিহার দাস। মায়ের নাম সরস্বতী দাস। নিহার এক সময় মধুগ্রাম দলিত স্কুলের ছাত্র ছিল। তাদের পরিবারের অবস্থা তখন তেমন একটা ভাল ছিল না। তবুও নিহার তার লেখাপড়া ছাড় তে চায়নি। তার বাবা ভাবত লেখাপড়া করলে তা কোনদিন বিফলে যাবে না। একদিন না একদিন শিক্ষা কাজে লাগবে। তাই অনেক কষ্ট সত্ত্বেও ছেলেকে পড়ালেখা করাতে চাইত। কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও পেরে উঠত না। ঠিক এই সময় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল দলিত। আর তাই নিহার দাস ২০০৬ সালে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে এসএসসি পাস করে এবং ২০১১সালে সে ধামালিয়া ডঃ এস, কে, বাকার কলেজ থেকে এইচ এস সি পাস করে। ঐ বছরই প্রাণ-আরএফএল কোম্পানিতে কম্পিউটার অপারেটর পদে যোগদান করেন। তিনি এই কোম্পানিতে চাকুরীকালিন অবস্থায় সরকারি চাকুরির জন্য আবেদন করতে থাকেন। সে ২০১২ সালে পিডিবি-তে চাকুরি পান এবং যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি বয়রা পিডিবি-তে কর্মরত আছেন। একমাত্র শিক্ষাই তার সফলতার কারন। তাই প্রত্যক মা বাবার উচিৎ তাদের সন্তানকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলা।

ফায়ার ফাইটার দিপংকর দাস

দিপংকর দাস

খুলনা জেলার অন্তর্গত ডুমুরিয়া থানার একটি ছোট্ট গ্রাম শোলগাতিয়া। এই গ্রামের গৌর দাস একজন দরিদ্র লোক। তার স্ত্রীর নাম সন্ধ্যা দাস। তাদের দুই ছেলে মেয়ে। গৌর দাসের ছেলের নাম দিপংকর দাস। গৌর দাস ভ্যান চালিয়ে সংসার চালাত। এবং ছেলের লেখাপড়ার চালাত। দিপংকর ২০০১ সালে শোলগাতিয়া দলিত স্কুল ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হয় এবং ২০০৯ সালে এসএসসি পাস করে। দিপংকর ২০১১ সালে শাহ্পুর মধুগ্রাম কলেজ থেকে এইচ এস সি পাস করে। ২০০১ সাল থেকেই দিপংকর দলিত সংস্থার সহযোগীতায় লেখাপড়া করে আসছিল এবং উচ্চ শিক্ষার জন্য সে দলিতের উচ্চ শিক্ষার উপবৃত্তির আওতায় ছিল। দিপংকরের স্বপ্ন ছিল সে লেখাপড়া শিখে তার বাবার কষ্ট লাঘব করবে। সেই স্বপ্ন পূরণ করতে দিপংকর বিভিন্ন সময়ে সরকারী চাকুরীর আবেদন করতে থাকে। অবশেষে তার ও তার বাবা মায়ের স্বপ্ন সার্থক করে ২০১৩ সালে ফায়ার সার্ভিস এর চাকুরিতে যোগদান করে। বর্তমানে সে কর্মরত আছে।

একই পরিবারের দুই রত্ন

শুভংকর দাস

শংকর দাস

যশোর জেলার অন্তর্গত কেশবপুর উপজেলার জাহানপুর দলিত স্কুলের ছাত্র শুভাংকর দাস। ২০০১সালে জাহানপুর দলিত স্কুলের গ্রামে দলিত স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। শুভংকর দাস ৪র্থ শ্রেণি হতে দলিত স্কুলে লেখাপড়া করত। তার পিতার নাম শ্রী পাঁচু দাস ও মায়ের নাম পাগল দাসী। নিরক্ষর পিতামাতার কনিষ্ঠ সন্তান শুভংকর দাস। পারিবারিক আর্থিক অবস্থা তেমন ভাল নয়। তার পিতা দিনমজুরী করে চার ভাই-বোনের লেখাপড়ার খরচ চালানো তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। ২০১৩ সালে শুভংকর দাস সেনাবাহিনীতে চাকুরি পায়। সে ২০১১ সালে এস,এস,সি, পাশ করেছিলো। তারা পাচঁ ভাই বোন। তারা চার ভাই বোন দলিত স্কুল এ লেখাপড়া করত। ২০১৪ সালে শুভংকর দাসের মেঝ ভাই শংকর দাস বাংলাদেশ রেলওয়ে-তে চাকুরি পায়। দলিতের সহযোগিতায় তারা চার ভাই-বোন উচ্চশিক্ষার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। দুই ভাই সরকারি চাকুরীজীবী। বোন চিন্তা দাস দলিত-এর সিডিও হিসাবে চাকুরীরত আছে। শংকর দাস সরকারী চাকুরির পাশাপাশি এমএ ফাইনাল কোর্স শেষ করেছে। শংকর দাস সহ তারা তিন ভাই বোন মাস্টার্সের ছাত্রছাত্রী। পূর্বের তুলনায় তাদের আর্থিক অবস্থা এখন অনেক ভাল। তারা স্বপরিবারে দলিত সংস্থার কাছে কৃতজ্ঞ। দলিত সংস্থার সহযোগীতায় নিরক্ষর পরিবারটি সুশিক্ষায় গড়ে উঠতে পেরেছে। দলিত সমাজে সুশিক্ষিত আত্মনির্ভরশীল পরিবার গঠনে দলিত সংস্থা ভূমিকা রাখছে।

পিতামাতার গর্বের রমেশ

রমেশ দাস

সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলার ৭নং ইসলামকাটি ইউনিয়নের ঘোনা গ্রামের অধিবাসী শিবুপদ দাসের একমাত্র পুত্র রমেশ দাস। পিতা একজন দিনমজুর এবং মাতা অলোকা দাস একজন গৃহিনি। পিতার একার আয়ে সংসার ঠিকমত চলেনা বিধায় রমেশকেও লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে অন্যের ক্ষেতে দিন মজুরের কাজ করতে যেতে হতো। বোনের বিয়ে হয়ে গেছে এবং ছোট বোন শুভদ্রা দাস ৯ম শ্রেণিতে পড়ে। ২০০৯ সালে রমেশ এস,এস,সি পাশ করার পর থেকে বি,জি,বি তে চাকুরি করার জন্য খুব ইচ্ছা প্রকাশ করল। সে ২০১১ সালে এইচ,এস,সি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়। কিন্তু সে আশা ছাড়েনি কারন দলিত স্কুলের শিক্ষক/শিক্ষিকাগন তাকে সবসময় উৎসাহ ও উপদেশ দেওয়ার ফলে তার মনোবল বেড়ে যায় । ২০১২ সালে সে পূনরায় পরীক্ষা দেয় এবং সফলতার সাথে কৃতকার্য হয়। তখন থেকে তার ইচ্ছা এবং শক্তি আরো গতি বৃদ্ধি করে। লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে দৈনিক পত্রিকা দেখতে থাকে। এক বিজ্ঞপ্তি মোতাবেক সে সাতক্ষীরাতে যায় এবং বিজিবি এর বাছাই পর্বের লাইনে দাঁড়ায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় শারিরীক সমস্যার কারনে মেডিকেলে বাদ পড়ে যায়। তারপরও সে হাল ছাড়েনি। পরবর্তীতে সে আবার লাইনে দাঁড়ায় এবং রিক্রুটিংয়ে মনোনীত হয়ে যায়। অবশেষে ২০১৪ সালের ৯ই জানুয়ারী রমেশ দাস বি, জি, বি তে যোগদান করে। বর্তমানে সে কক্সবাজারে কর্মরত আছে। তার পিতামাতা এখন তাকে নিয়ে গর্ববোধ করে।

দলিত এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল সীমা খাতুন

সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলার প্রসাদপুর গ্রামের ভ্যান চালক মোঃ আজিজ গোলদার কখনও চিন্তাও করেননি যে তার মেয়ে সীমা কোনদিন কলেজ-এ পড়াশুনা করবে। কেননা সীমা জন্মগত ভাবে প্রতিবন্ধী। সে অন্যের সাহায্য ছাড়া হাঁটতে পারে না। তার বড় দুই বোন পড়াশুনা ছেড়ে দিয়েছে। দলিতের সহযোগীতা ও তার মা বাবার অনুপ্রেরণায় ২০১৪ সালে এসএসসি পাশ করে, তালা সরকারী মহিলা কলেজে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হয়। প্রতিদিন তার বাবা তাকে নিজের ভ্যান এ করে কলেজে দিয়ে আসেন। দলিত তাকে সহযোগীতা করতে পেরে গর্বিত। সে ভবিষ্যতে সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জন করে পড়ালেখা শেষে শিক্ষক হতে চায়।

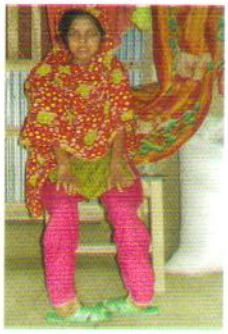

সীমা খাতুন

স্বপ্ন পূরণ হলো সমরের

সমর দাস

সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলার ১১নং জালালপুর ইউনিয়নের নেহালপুর গ্রামের অধিবাসী সুকুমার দাসের পুত্র সমর দাস। পিতা একজন দিনমজুর এবং মাতা বাসন্তী দাস একজন গৃহিনি। পিতার একার আয়ে সংসার ঠিকমত চলেনা বিধায় সমরকে লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে পিতার কাজে সহায়তা করতে হতো। ২০০৪ সালে সমর দাস জাগরণী মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে বাণিজ্য বিভাগে 'এ' গ্রেডে উত্তীর্ন হয়। সে তালা শহীদ মুক্তিযোদ্ধা মহাবিদ্যালয় থেকে ২০০৬ সালে বাণিজ্য বিভাগ থেকে এইচ,এস,সি তে 'এ' গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ন হয় এবং কলেজে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। ২০১০ সালে সে খুলনা বি,এল কলেজে এ্যাকাউন্টিং-এ অনার্সে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ন হয় এবং ২০১১ সালে এম,এ তে'ও প্রথম বিভাগে উত্তীর্ন হয়। লেখাপড়ার খরচ চালানোর জন্য দলিত সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত স্কুলে ২০১১ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত পার্ট টাইম শিক্ষক হিসেবে কাজ করে। ২০১৫ সালে সোনালী ব্যাংক নিয়োগ পরীক্ষায় ২লাখ ৮হাজার ৪২৭ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে সমর দাস ১৭তম স্থান লাভ করে এবং ঐ সালের ২রা জুলাই অফিসার ক্যাশ পদে সে বরগুনাতে যোগদান করে। ১ মাস পরে তাকে পটুয়াখালিতে বদলি করে। বর্তমানে সে পটুয়াখালিতে কর্মরত আছে। এত কিছু উন্নয়নের মূলে সে দলিত সংস্থাকে ধন্যবাদ জানায় এবং সকলের কাছে আর্শিবাদ প্রার্থনা করে।

শরৎ চন্দ্র দাস এখন সহকারী মেডিকেল অফিসার

শরৎ চন্দ্র দাস

সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলার ৯নং বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়নের সুন্দরবন ঘেঁষা আবাদচন্ডিপুর (পানখালী) গ্রামের হরিপদ দাস ও গীতা রানী দাসের ছেলে শরৎ চন্দ্র দাস। চার ভাই ও দুই বোনের মধ্যে শরৎ মেঝ। পিতা দিনমজুরী করে সাংসারিক খরচ ও ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার খরচ নির্বাহ করে। এস,এস,সি,- তে সে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে 'এ' গ্রেড নিয়ে পাশ করে। এরপর দলিত-এর সহযোগীতায় বাগেরহাট সরকারী প্যারামেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়। এ সময় তার লেখাপড়ার খরচ দলিত বহন করে। ২০১০ সালে সে মেডিকেল ডিপ্লোমা শেষ করে বিভিন্ন এন,জিও এবং বেসরকারী ক্লিনিকে মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করে। তন্মধ্যে দলিত হাসপাতাল, খুলনা রাইসা ক্লিনিক, রূপসা ড্যাপস ক্লিনিক, পি, কে, এস, এফ প্রোজেক্ট ইত্যাদি। অবশেষে সরকারী সহকারী মেডিকেল অফিসারের শুন্য পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে কলারোয়া উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যোগদান করে। বর্তমানে সে সাতক্ষীরা জেলার দেবহাটা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সহকারী মেডিকেল অফিসার হিসেবে কর্মরত আছে। সে তার এই সাফল্যের জন্য দলিতের কাছে চির কৃতজ্ঞ।

পরিবারে সুখের বাতি রবিন

রবিন দাস

যশোর জেলার কেশবপুর উপজোয় অবস্থিত মজিদপুর গ্রাম। এই গ্রামের গোপাল দাসের তিন ছেলে। ছেলেরা সবাই মজিদপুর দলিত স্কুলের ছাত্র। মেঝ ছেলে লালন দাস এইচ,এস,সি ২য় বর্ষের ছাত্র। ছোট ছেলে অচিন্ত্য দাস ৫ম শ্রেনীর ছাত্র। আর যাকে নিয়ে এই লেখা তার নাম রবিন দাস। সে ভাইদের মধ্যে বড়। বাবা দিনমজুর, একার আয়ে তিন ছেলেকে পড়ানো তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। দলিত-এর সহযোগিতায় ছেলেদের লেখাপড়া অব্যাহত রেখেছিল। রবিন ২০০৭ সালে এস,এস, সি পরীক্ষায় জি পি এ ৪.৬৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়। তার ভাল রেজাল্টের জন্য দলিত তাকে এস,এস, সি পাসের পরেও সহযোগিতা দেওয়ার আশ্বাস দেয়। আশ্বাস পেয়ে রবিন যশোর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ভর্তি হয় এবং দলিত-এর খরচে লেখাপড়া চালায়। ২০১১ সালে সে লেখাপড়া শেষ করে । বর্তমানে রবিন ঢাকায় একটি একটি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীতে চাকরীরত আছে। সে এখন তার পরিবারের সচ্ছলতা ফিরিয়ে এনেছে। তার বাবা,মা ও ভাইদের মুখে হাসি ফুটায়েছে। সে বলে যে, তার এই সাফল্যের জন্য বাবা-মা ও দলিত উভয়ের কাছে ঋণী। তার বাবা গোপাল দাস বলেন, রবিন যেন তার পরিবারের সুখের বাতি। আর এই বাতি জ্বালাতে দলিত সাহায্য করেছে। তাই দলিত-এর এই অবদানের কথা কখনও ভুলবো না।

কাটাখালী যাযাবর (বেদে) পল্লীতে দলিতের সাফল্য

যারা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ম শ্রেনীতে ভর্তি হয়েছে

যারা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২য় শ্রেনীতে ভর্তি হয়েছে

বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলার কাটাখালিতে ২৪ পরিবার-এ মত ১১২ জন যাযাবর (বেদে) বসবাস করে। বাঁশের চটা বাঁকিয়ে ইংরেজী উল্টো ইউ আকৃতি করে বেঁধে তার উপরের অংশ পলিথিন দিয়ে ছাউনি দেয়। তারপর মাটিতে ছোট ছোট খুটা পুতে, তৈরী ছাপড়াটি খুটার সাথে বেঁধে ঘর তৈরি করে। খাবার পানি দুর থেকে আনতে হয়। কিন্তু যাযাবর গোষ্ঠীর লোক হওয়ায় সেখানে তারা নানা বৈষম্যের স্বীকার হয়। ফাদার রিনাতো অনেক বছর যাবৎ এই পল্লীতে স্কুল স্থাপন করে তাদের সন্তানদের শিক্ষিত করার চেষ্টা করেছেন। অবশেষে ২০১৪ সালের এপ্রিল মাসে ফাঃ রিনাতো দলিত-কে স্কুল পরিচালনার দায়িত্বভার দেন। দলিত তার নিয়ম অনুয়ায়ী সবকিছু গুছিয়ে জুন ২০১৪ এ শুধুমাত্র ১৭জন শিশু শ্রেনীর ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে পুর্ণভাবে কাজ শুরু করে। মাত্র ৭মাস পূর্ণভাবে দলিত এর নিয়ম অনুযায়ী স্কুল পরিচালনার ফলে ২০১৫ সালে উক্ত ছাত্রছাত্রীর মধ্য থেকে ৩ জন ১ম শ্রেনীতে ও ৩ জন ২য় শ্রেনীতে এই প্রথম বারের মত লখপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। ভর্তির বিষয়ে দলিত এর সর্বাত্বক চেষ্টা ছিল এবং তা সফলও হয়। এছাড়া ২০১৬ সালে আরও ৬ জন শিক্ষার্থী সরকারি স্কুলে ১ম শ্রেনীতে ভর্তি হবে। ২০১৫ সালের ডিসেম্বর মাসে যাযাবর (বেদে) পল্লীতে দলিত EDMC প্রকল্পের আওতায় একটি গভীর নলকূপ স্থাপন এবং দলিত স্কুলটি পুনরায় সংস্কার করা হয়।

পুলিশ কনষ্টেবল তুলসী কুমার দাস

তুলসী কুমার দাস

সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলার ৩নং সরুলিয়া ইউনিয়নের তৈলকুপি গ্রামের অধিবাসী লক্ষ্মী পদ দাসের ছেলে তুলসী কুমার দাস। তার পিতা লক্ষ্মীপদ দাস একজন দিনমজুর ও মাতা সন্ধ্যা দাস একজন গৃহিণী। সে তৈলকুপি দলিত স্কুলের একজন শিক্ষার্থী ছিল। পিতার একার আয়ে সংসার ঠিকমত চলে না বিধায় তুলসীকে তার পিতার কাজে মাঝে মাঝে সহযোগীতা করতে হত। তুলসী দাসের শখ ছিল বড় হয়ে সরকারি কোন চাকুরী করবে। প্রতি ক্লাসে পরীক্ষায় সে সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে। ২০১৩ সালে বাণিজ্য বিভাগ থেকে 'এ' গ্রেডে পাস করে। তার পর সে সাতক্ষীরা সরকারি পলিটেকনিক কলেজে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া-লেখার মাঝে মাঝে সে সরকারি চাকরীর চেষ্টা করে। ২০১৫ সালে সে পুলিশ কনষ্টেবলে চাকুরী পায়। ২০১৬ সালের ৫ই জানুয়ারী তার প্রশিক্ষণ শুরু হবে। বর্তমানে তার পরিবার অত্যন্ত খুশি। সে সকলের কাছে আশির্বাদ প্রার্থী।

বিজিবি সৈনিক মানিক দাস

সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলার ৩নং সরুলিয়া ইউনিয়নের তৈলকুপি গ্রামের অধিবাসী গনেশ দাসের ছোট ছেলে মানিক দাস। তার পিতা গনেশ দাস একজন কৃষক ও মাতা সন্ধ্যা দাস একজন গৃহিণী। সে তৈলকুপি দলিত স্কুলের একজন নিয়মিত ছাত্র ছিল। ২০১১ সালে বাণিজ্য বিভাগ থেকে 'বি' গ্রেডে এস,এস,সি এবং ২০১৩ সালে বাণিজ্য বিভাগ থেকে 'এ' গ্রেডে পাস করে। ২০১৫ সাল পর্যন্ত সে তৈলকুপি দলিত স্কুলে পার্টটাইম শিক্ষক হিসেবে করেছে। সে ২০১৫ সালে বি,জি,বি-তে চাকুরী পায় এবং ২০১৬ সালের ১০ই জানুয়ারী চট্টগ্রামে প্রশিক্ষণ শুরু হবে। বর্তমানে তার পরিবার অত্যন্ত খুশি। সে সকলের কাছে আশির্বাদ প্রার্থী।

মানিক দাস

বুড়িহাটির দুই রত্ন মানিক ও বিষ্ণু

মানিক দাস

যশোর জেলার অন্তর্গত কেশবপুর উপজেলার ৩নং ইউনিয়নে বুড়িহাটি একটি প্রত্যন্ত গ্রাম। মানিক দাস এই গ্রামের একজন বাসিন্দার। তার পিতার নাম মনোরঞ্জন দাস এবং মাতার নাম নিদ্রা রানী দাস। মানিকেরা তিন ভাই ও এক বোন। তাঁরা সকলেই বুড়িহাটি দলিত স্কুলের শিক্ষার্থী। মানিক দাস ২০১০ সালে এসএসসি পাস করে এবং ২০১৩ সালে কেশবপুর কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করে। মানিক দাস বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস বিভাগে ২য় বর্ষের ছাত্র।

একই গ্রামের আরও একটি মেধাবী মুখ বিষ্ণু দাস। তার পিতার নাম কালীপদ দাস। বিষ্ণুরা ৩ ভাই, দুই বোন। তাঁরা সকলেই দলিত স্কুলের ছাত্র। বিষ্ণু দাস ২০১০ সালে এস এস সি পাশ করে এবং ২০১২ সালে কেশবপুর কলেজ থেকে এইচ এস সি পাস করে। তারপর সে আনসার ব্যাটেলিয়ান-এ সৈনিক পদে যোগদান করে। সে বর্তমানে আনসার ব্যাটেলিয়ানে কর্মরত।

বিষ্ণু দাস

যুথিকা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মেডিকেল কোরে সুযোগ পেয়েছে

যুথিকা দাস

খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার সাহস ঘোষগাতি গ্রামের ছোট্ট দাস ও আলো দাসের মেয়ে যুথিকা দাস। ছোট্ট দাস বাঁশ-বেতের কাজ করে খুব কষ্টে ৬ জন সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের ভরণ পোষণ যোগায়। অভাবের তাড়নায় বড় ছেলে মহাদেব দাসকে লেখাপড়া বন্ধ করে দিয়ে দর্জি কাজ করার জন্য এক দোকানে পাঠায়। আর দলিত স্কুলের শিক্ষকদের চেষ্টা ও পরামর্শে ছোট ছেলে সুব্রত ও যুথিকার লেখাপড়া অব্যাহত রাখে। তারা দুই ভাইবোন দলিত এর বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পেয়ে লেখাপড়া চালিয়ে যেতে থাকে। সুব্রত অনার্স পড়ে। আর যুথিকা বিজ্ঞান বিভাগ থেকে এস,এস,সি, -তে এ' গ্রেড (৪.৭৫) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়। ২০১৩ সালে এইচ,এস,সি,-তে ও এ' গ্রেডে পাস করে। এইচ,এস,সি, পাস করা পর্যন্ত দলিত তাকে প্রতি মাসে উপবৃত্তি হিসাবে আর্থিক সহযোগীতা প্রদান করেছে। বর্তমানে যুথিকা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মেডিকেল কোরে সুযোগ পেয়ে প্রশিক্ষণে আছে। সে বলে আমার এই সফলতার পিছনে দলিত এর ভুমিকা বেশী ছিল। দলিত যদি আমাকে সহযোগিতা না করত এবং দলিত এর শিক্ষকগণ আমার বাবা মাকে বুঝিয়ে লেখাপড়ার সুযোগ করে না দিতেন তাহলে আমার এই সাফল্য অর্জন করা কখনও সম্ভব হত না। আমি দলিত এর কাছে চির কৃতজ্ঞ থাকব।

প্রকৌশলী রামপ্রসাদ দাস

খুলনা জেলার পাইকগাছা উপজেলার বাঁকা গ্রামের শান্তি রঞ্জন দাসের ছেলে রামপ্রসাদ দাস। মাতা কল্পনা দাস। সে বাঁকা দলিত স্কুলের ছাত্র ছিল। পিতা দিনমজুরি করে সাংসারিক খরচ নির্বাহ করত। পারিবারিক অবস্থা খুব বেশী ভাল নয়। সে তিন ভাইয়ের মধ্যে মেঝ। ২০০৭ সালে এস,এস,সি, সম্পন্ন করে এবং দলিত-এর সহযোগীতায় ২০১২ সালে ডিপ্লোমা শেষ করে। অনেক কষ্ট উপক্ষো করে অবশেষে তিনি এল,জি,ই,ডি প্রকল্পে স্থানীয় সরকার অধিদপ্তরে উপ-সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে যোগদান করেন। বর্তমানে সে ফেনীর ফুলগাজী উপজেলায় কর্মরত আছে।

রামপ্রসাদ দাস

অর্জুন ও সুব্রত দাস দুইভাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র

অর্জুন দাস

সুব্রত দাস

যশোর জেলার অন্তর্গত কেশবপুর উপজেলার ৮নং ইউনিয়নের একটি গ্রাম সারুটিয়া। এটি একটি অবহেলিত এবং পিছিয়ে পড়া গ্রাম। এই গ্রামের অধিকাংশ মানুষ দিনমজুর। তাঁরা অতি কষ্টের সাথে তাদের সংসার চালায়। সুকুমার দাস নামের একজন অতি দরিদ্র লোক এখানে বসবাস করে। তিনি ছোট্ট একটি জুতার দোকানের মাধ্যমে তার সংসার চালান। তার তিন ছেলে। বড় ছেলে অর্জুন দাস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিন্যান্স বিভাগের ২য় বর্ষের ছাত্র। মেঝ ছেলে সুব্রত দাস ২০১৫ সালে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেয়েছে। এবং ছোট ছেলে পিএসসি পরীক্ষা দিয়েছে। তাঁরা তিনজনই দলিত স্কুলের ছাত্র। বড় ছেলের খরচ এবং মেঝ ছেলের ভর্তির খরচ সহ পরবর্তীতে তাদের লেখাপড়ার খরচ চালানো সুকুমার দাসের পক্ষে খুবই কষ্টকর। তিন ছেলের লেখাপড়ার খরচ জোগাতে সুকুমার দাসের স্ত্রী আকিজ জুট'স মিলে শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। এত কষ্টের পরও তাঁরা খুশি কেননা তাদের তিন ছেলে শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে পারছেন।

স্বপ্ন পূরনে স্বার্থক সুমঙ্গল

সুমঙ্গল দাস

খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার বরাতিয়া গ্রামের মৃত: দূর্গাপদ দাস এর বড় ছেলে সুমঙ্গল দাস। পিতা একজন দিনমজুর ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে বংশগত (প্যারালাইসিস) রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ার পরেও রাস্তার ধারে বসে ভিক্ষা করে সংসারের ব্যয় ভার বহন করত। ৩ ভাইবোন সহ মোট ৫জনের খরচ চালানো যখন অসম্ভব হয়ে পড়ল তখন মা মমতা দাস অন্যের ক্ষেতে দিনমজুরের কাজ শুরু করে। এত কষ্টের মাঝে পিতামাতার স্বপ্ন ছিল সন্তানদের শিক্ষিত করবে। কিন্তু সুখের দিন আসার আগেই পিতা মারা যায়। বোন অনিমাকে ৪র্থ শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করানোর পর বিয়ে দিয়ে দেয়। ছোট ভাই দিপেন ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করার পর সেলুনের কাজে যোগদান করে। বড় ভাই সুমঙ্গল তার পিতামাতার স্বপ্ন পূরন করার আশায় লেখাপড়া চালিয়ে যায়। সে সফলতার সাথে ২০০৭ সালে এস,এস,সি পাশ করে এবং দলিত এর আর্থিক সহায়তায় ২০০৯ সালে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে সফলতার সাথে এইচ,এস,সি পাশ করে। এরপর খুলনা বি,এল কলেজে ক্যামেস্ট্রিতে অনার্স করার জন্য ভর্তি হয় এবং মাঝে মাঝে চাকুরির জন্য বিভিন্ন পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেখতে থাকে। একপর্যায়ে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে চাকুরির জন্য লাইনে দাঁড়ায় এবং রিক্রুটিংয়ে মনোনীত হয়ে যায়। সে ২০১১ সালের ২৭শে মার্চ এল,এ,সি (লিডিং এয়ার ক্যাপ্টম্যান) পদে যোগদান করে। বর্তমানে সে ঢাকাতে কর্মরত আছে। সে দলিত এর কাছে চির কৃতজ্ঞ।

পুলিশে চাকুরী পেল জয়ন্ত দাস

খুলনা জেলার পাইকগাছা উপজেলার ৮নং রাড়ুলী ইউনিয়নের বাঁকা ভবানিপুর গ্রামের অধিবাসী ভোলা দাসের ছেলে জয়ন্ত দাস। তার পিতা ভোলা দাস একজন ছাগলের ব্যবসায়ী ও মাতা শেফালী দাস একজন গৃহিণী। ছোট বেলা থেকেই জয়ন্ত দাস বাঁকা দলিত স্কুলের একজন নিয়মিত ছাত্র ছিল। সে অতি কষ্টের সাথে লেখাপড়া করে আসছে। সখ ছিল বড় হয়ে সরকারি কোন চাকুরী করবে। ২০১৩ সালে এস,এস,সি এবং ২০১৫ সালে এইচ,এস,সি পাস করে। সে বি,এল কলেজে অনার্স ১ম বর্ষে ভর্তি হয়। সে ২০১৫ সালে পুলিশ কনষ্টেবল পদে চাকুরী পায় । ২০১৬ সালের ১৫ই জানুয়ারী তার বরিশালে প্রশিক্ষণ শুরু হবে। বর্তমানে তার পরিবার অত্যন্ত খুশি। সে সকলের কাছে আশির্বাদ প্রার্থী।

জয়ন্ত দাস

সোমার সাফল্য

সোমা রানী দাস

যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার অন্তর্গত ৯নং বিদ্যানন্দকাটি ইউনিয়নের প্রত্যন্ত একটি গ্রাম কাশিমপুর। এই গ্রামের গোবিন্দ কুমার দাসের মেয়ে সোমা রানী দাস, এখন সে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করছে। মায়ের নাম শিখা রানী দাস। দুই ভাই বোনের মধ্যে বড় সে। ছোট ভাই নবম শ্রেনীর ছাত্র। সোমার বাবা একজন দিনমজুর। অনেক কষ্টে দুই ছেলেমেয়েকে লেখাপড়া করায়। সোমা দাস ২০১২ সালে ভরত ভায়না মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে এস,এস,সি পাশ করে এবং ২০১৪ সালে সরকারী বি,এল,কলেজ থেকে এইচ,এস,সি পাশ করে। লেখাপড়ার পাশাপাশি সে ক্রিকেট খেলায়ও পারদর্শি। ২০১৫ সালে সে বাংলাদেশ মহিলা ক্রিকেট অনুর্ধ ১৯ দলে খেলার বাছাই পর্বে সুযোগ পায়। এছাড়াও সে বিভিন্ন বিতর্ক প্রতিযোগীতা ও আলোচনায় অংশগ্রহণ করে। তার সুন্দর বক্তব্যের জন্য সময় টিভিতে সাংবাদিকতার প্রস্তাবও পায় সে। পাশাপাশি লেখাপড়াও চালিয়ে যায়। বর্তমানে সে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে নাটক ও নাট্যতত্ত্বে অধ্যয়নরত।

উচ্চ শিক্ষার ধারা অব্যহত রেখেছে সমরেশ দাস

সমরেশ দাস

খুলনা জেলার আরেক কৃতি ছাত্র সমরেশ দাস। ডুমুরিয়া জেলার আরশনগর গ্রামের দুলাল দাশ ও তুলশী রানী দাশের ছেলে সমরেশ দাস। চার ভাই বোনের মধ্যে বড় সে। হতদরিদ্র পরিবারের ছেলে সমরেশ দাস অনেক কষ্ট উপেক্ষা করে লেখাপড়া করেছে এবং তার ভাই বোনদেরও তার পিছু পিছু এগিয়ে নিয়ে চলেছে। সমরেশ দাস ২০০৯ সালে সমকাল মাধ্যমিক বিদ্যাপীঠ থেকে এস,এস,সি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়ে উত্তীর্ন হয় এবং দলিত-এর সহযোগীতায় ২০১১ সালে তালা শহীদ মুক্তিযোদ্ধা কলেজ থেকে এইচ,এস,সি তে "এ" গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ন হয়। বর্তমানে সমরেশ দাস খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের অনার্স ৪র্থ বর্ষের ছাত্র। বোন ববিতা দাস এস.এস.সি পাশের পর থেকে দলিত-এর সহযোগীতায় বর্তমানে দৌলতপুর সরকারী বি,এল, কলেজের ইতিহাস বিভাগের ১ম বর্ষে অধ্যায়নরত আছে। ছোট ভাই সুজন দাস অষ্টম শ্রেনীর ছাত্র এবং ছোট বোন স্মৃতি দাস ৪র্থ শ্রেনীর ছাত্রী।

নতুন জীবন পেল বৈশাখী বিশ্বাস

খুলনা জেলার ডুমুরিয়া থানার চিংড়া গ্রামের মনিশংকর বিশ্বাসের মেয়ে বৈশাখী বিশ্বাস। মায়ের নাম জোৎস্না রানী বিশ্বাস। বৈশাখীর বাবা পেশায় একজন মৎসজীবি। সাগরে গিয়ে মাছ ধরে সাংসারিক খরচ ও মেয়েদের লেখাপড়ার খরচ যোগান তিনি। শিশু থেকে সে দলিত স্কুলের ছাত্রী। তিন বোনের মধ্যে বৈশাখী বড় বিধায় ২০১২ সালে সে যখন অষ্টম শ্রেনীতে পড়ে তখন তার বাবা তার বিয়ে ঠিক করে ফেলে। তখন বৈশাখীর লেখাপড়া বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়ে যায়। সে সময় ঐ এলাকার দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত সিডিও মি. নেপাল দাসের সহায়তায় উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা পদক্ষেপ নিয়ে তার বিয়ে বন্ধ করে। নতুন জীবন পেল বৈশাখী এবং সে পুনরায় লেখাপড়া শুরু করল। বর্তমানে সে ডুমুরিয়া মহিলা কলেজে এইচ,এস,সি ২য় বর্ষের ছাত্রী।

বৈশাখী বিশ্বাস

যাযাবরের ঘরে নক্ষত্রের আলো উদ্ভাসিত

সীমা খাতুন ও জসীম ব্যাপারি

যাযাবর সম্বন্ধে সবাই অবগত। যারা স্থায়ভাবে কোন নির্দিষ্ট স্থানে বসবাস করে না তাদেরকেই যাযাবর বলে। এমনিতেই এক ঘটনা ঘটে গেল খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলার সুন্দরবন এলাকার রেখামারী নামক স্থানে যাযাবরের ঘরে নক্ষেত্রের আলো উদ্ভাসিত হলো দলিত নামক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে। এখানে কিছু সংখ্যক যাযাবর শ্রেণির মানুষ বসবাস করে। তাদের মধ্যে সেলিম ব্যাপারি ও একজন। তার দুই ছেলে মেয়ে স্বামী ও স্ত্রী নিয়ে ছোট একটি ঘরে বসবাস করে। শিক্ষা দীক্ষা সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণা নেই। ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় টোল ফেলে জীবন অতিবাহিত করে আসছে। দলিতে কর্মীগণ সেলিম ব্যাপারীকে ছেলে মেয়েকে লেখাপড়া শেখানোর পরামর্শ দেন এবং দলিত লেখাপড়ার জন্য সার্বিক সহযোগীতা করে। আজ সেলিম ব্যাপারির ছেলে জসীম ব্যাপারি ও মেয়ে সীমা খাতুন ২০১৬ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থী।

দলিত সংগীত

দিবস কুমার দাস

মোরা লাঞ্চিত মানুষের, বঞ্চিত অধিকার
ফিরিয়ে একদিন আনব।
শিক্ষার আলো দিয়ে বৈষম্য ভেঙ্গেচুরে
নতুন পৃথিবী গড়বো।
এস হে.....

তব ঘৃণা বিভেদ ভুলে ঐক্যের তালে তালে
মমশীর উঁচু করে লড়বো,
সংখ্যালঘুর গালি সংখাগুরুর মুখে
আর কতকাল মোরা সইব?
এসো হে..... ।

মম অজ্ঞতা, অশিক্ষা, অসাম্যের নিরবতা
দুচোখে আর কত দেখব?
সময় এসেছে, মোরা অধিকার ছিনিয়ে আনব
দলিতের জয়গান গাইব।।
এসো হে..... ।।

দলিত হাসপাতাল

দলিত ল্যাবরেটরি (আয়ুর্বেদিক)

দলিত হস্তশিল্প

দলিত-এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

DALIT দলিত 1998

Dalit

প্রধান কার্যালয়

৩৭/১, কেদারনাথ রোড, মহেশ্বরপাশা, দৌলতপুর, খুলনা-৯২০৩, বাংলাদেশ
+88 041 775018, 01711129986 | dalitkhulna@gmail.com | www.dalitbd.org

মুদ্রণে ঃ সমন্বয় মুদ্রণালয়, খুলনা। মোবাঃ ০১৭১১ ৯৬৪৯৫৩